CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-173 ■ 24 March, 2026 ■ আগরতলা ২৪ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৯ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে

কোভিডের মতই প্রস্তুত, সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ।। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ঘিরে বিশ্ব পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারেএই প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে প্রস্তুত, সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই বার্তা দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব দীর্ঘদিন থাকতে পারে। তাই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কোভিড মহামারির সময় যেমন আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি, এবারও সেইভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবেএটাই আমাদের শক্তি।"

তিনি সতর্ক করে বলেন, সংকটের সময়ে কিছু অসাধু চক্র পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। তাই উপকূল নিরাপত্তা, সীমান্ত নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্থাপনাগুলির সুরক্ষা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে সতর্ক রাখা হয়েছে।

রাজ্য সরকারগুলির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভুয়ো খবর ছড়ানো এবং কালোবাজারি বা মজুতদারিতে যুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি চালাতে হবে। "এমন পরিস্থিতিতে যারা গুজব ছড়ায় বা অবৈধভাবে মজুতদারি করে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে," বলেন তিনি।

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এর প্রভাব ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনে পড়তে শুরু করেছে। তিনি বলেন, এই সংঘাত অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা এবং মানবিকতিন দিক থেকেই ভারতের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, পশ্চিম এশিয়া ভারতের জন্য বাণিজ্য ও জ্বালানির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেশের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস এই অঞ্চল থেকেই আসে। পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রায় এক কোটি ভারতীয় বাস ও কাজ করেন এবং ওই অঞ্চলের সমুদ্রপথে বহু ভারতীয় নাবিক কর্মরত।

তিনি জানান, সংঘাত শুরুর পর থেকেই বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই কঠিন সময়ে কিছু ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন। তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করা হচ্ছে এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।" শেষে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে কাজ করলে এই সংকটও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কোর কমিটির বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী

এডিসির ২৮ আসনে লড়বে বিজেপি, প্রার্থী তালিকা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনে বিজেপি একাই ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং প্রার্থী তালিকা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমোদনের পর আগামীকাল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কোর কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণের পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। বৈঠকটি সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে। এতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিকাশ দেববর্মা, প্রণজিৎ সিংহ রায়, রতন লাল নাথ, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক হয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্ধিত আকারে আমন্ত্রিত সদস্য, কিছু মন্ত্রী এবং জনজাতি নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। টিটিএএডিসির ২৮টি আসনের সবকটিতেই আমরা লড়ব। ২৮ জন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করে তালিকা দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তা পর্যালোচনা করবেন এবং সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল সকালে তা ঘোষণা করা হবে।

জোটসঙ্গী আইপিএফটি-এর প্রার্থী তালিকা ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইপিএফটি তাদের তালিকা ঘোষণা করেছে, তবে কোনও আলোচনা ছাড়াই কেন তা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আলোচনা এখনও চলছে।

তিপরা মথার এককভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ডা. সাহা বলেন, তিপরা মথা রাজ্য মন্ত্রিসভায় রয়েছে এবং জোটসঙ্গীও বটে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রত্যাশা থাকে, আলোচনা হতে পারে। আমি আগেই বলেছি, এডিসিতে বিজেপি জোটে নেই, আমরা বিরোধী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। তাই ২৮টি আসনেই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিপরা মথার সঙ্গে দীর্ঘদিন আলোচনা হয়েছে। তারা তাদের প্রার্থী দেবে, আমরাও দেব। সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। আমরা ১০০ শতাংশ জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত।

এডিসি নির্বাচন

৯ আসনে প্রার্থী ঘোষণা আইপিএফটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। আসন্ন টিটিএএডিসি নির্বাচনে ৯টি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল আইপিএফটি। দলের বাকি আসনগুলির প্রার্থীদের নাম আগামীকাল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা।

আজ সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে করে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত আসনে সংগঠনের শক্তি বাড়াতে অভিজ্ঞ ও পরিচিত মুখদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দামছড়া-জম্পুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন উদার রাম ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিটুর বিধানসভা অভিযানে পুলিশি বাধা

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার উদাসীন ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। নিয়মিতকরণ, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, শ্রম কোড বাতিল সহ ৪ দফা দাবিতে বিধানসভা অভিযানে সামিল হয়েছে সিআইটিইউ। কিন্তু মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিধানসভা অভিমুখে এগোতে শুরু করলে ডিমসাগর এলাকায় আসতেই পুলিশ মিছিলটিকে আটকে দেয়। পুলিশি বাধার মুখে কিছুক্ষণের জন্য বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাকবিতণ্ডা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার টু কি টা কি

বিধানসভায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ "দ্য ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল, ২০২৬ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং-২ অফ ২০২৬)" সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত হয়। বিধানসভায় গ্রহণের জন্য অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বিলটি উত্থাপন করেন।

'২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৩৪,২১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এর আগে বিরোধী দলের সদস্যদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এর পর ২০২৬-২৭অর্থবছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বিধানসভার অধিবেশন মুলতবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার নবম অধিবেশন আজ শেষ হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। বিধানসভার অধিবেশন পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি অভিনন্দন জানান।

বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রী

সিপিএমের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ, অবৈধ পার্টি অফিস ভাঙার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। ত্রিপুরার সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ বিধানসভায় বিরোধী দল সিপিএমের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিযোগ করেছেন, তাদের শাসনামলে ব্যাপকভাবে সরকারি জমি দখল করা হয়েছে। তিনি তথাকথিত "অবৈধ" পার্টি অফিসগুলি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবিও জানান।

বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী, যখন সিপিআই(এম) বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী সেপাহিজলা জেলার বক্সনগরে জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান। উত্তরে রতন লাল নাথ জানান, অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মহকুমা শাসকের মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বাম শাসনের সময় ব্যাপক জমি দখলের অভিযোগ তুলে তিনি দাবি করেন, সিপিআই(এম)-এর আমলে ১০০ কানিরও বেশি সরকারি জমি রাবার চাষের জন্য দখল করা হয়েছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তর ত্রিপুরা পর্যন্ত জমি জোর করে দখল করা হয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও রেহাই পায়নি, বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ় পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা-ও মন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তিনি গোমতী জেলার আমরপুরে একটি ঘটনার উল্লেখ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গবাদি পশু পরিবহনে অনুমতি না দেওয়ায় সরকারকে ভৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। গবাদি পশু পরিবহণে অনুমতি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা সরকারকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। ধ্যান ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেয় আদালত।

একক বিচারপতি অমরনাথ গৌড়ের বেঞ্চে মামলার শুনানিতে আদালত নির্দেশ দেয়, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ট্রানজিট পারমিট ইস্যু করতে হবে এবং ত্রিপুরা থেকে ঝাড়খণ্ডে গবাদি পশু ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই ভারতীয় নাগরিককে পুশ ব্যাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ মার্চ ।। ত্রিপুরার খোয়াই জেলার প্রহরমুড়া সীমান্ত দিয়ে সোমবার বাংলাদেশ থেকে দুই ভারতীয় নাগরিককে 'পুশ ব্যাক' করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় পুলিশ, বিএসএফ ও মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে বাসন্তী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। আজ থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে চারদিনব্যাপী বাসন্তী মায়ের পূজা। এই পূজা উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা। বাসন্তী মায়ের পূজা সাধারণত বাড়ি-ঘরে আয়োজিত হয়, তবে এবারও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মূর্তি পাড়ায় মৃৎশিল্পী পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতিমা তৈরীতে এক ধরনের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মৃৎশিল্পীরা বর্তমানে প্রতিমার সম্পূর্ণ রূপ দিতে ব্যস্ত রয়েছেন, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে উপনির্বাচনে বিজেপি সহ তিন প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ

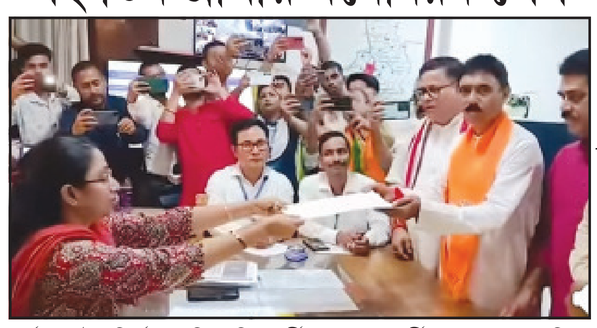

ধর্মনগর উপনির্বাচন: বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তীর মনোনয়ন দাখিল, শক্তি প্রদর্শনে বিশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ মার্চ ।। ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই প্রেক্ষিতে সোমবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী জহর চক্রবর্তী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এদিন পদ্মপুরস্থিত বিজেপি কার্যালয় থেকে এক সুবিশাল ও সুসজ্জিত ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত এলাকায় বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে গন্ডাতুইসা মহকুমার অন্তর্গত রইস্যাবাড়ি বাজার এলাকা ব্যতীত ধলাই জেলার অন্তর্গত সবকয়টি মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

পুরানো খুনের ৪ মামলা পুনরায় খোলা ১টি বন্ধ, বাকিগুলির তদন্ত চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানিক সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যে মোট চারটি পুরনো খুনের মামলা পুনরায় তদন্তের জন্য নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে।

বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন-এর প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চারটি মামলার মধ্যে একটি মামলায় নতুন কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় পুনঃতদন্ত শেষে ক্লোজার রিপোর্ট আদালতে জমা পড়ে এবং তা গৃহীত হয়েছে।

আরেকটি মামলা, যা ২০১২ সালে পূর্ব আগরতলা থানায় দায়ের হয়েছিল, সেটি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে আদালতের নির্দেশে বর্তমানে সক্রিয়ভাবে তদন্তাধীন রয়েছে।

এছাড়া সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক এবং সুদীপ দত্ত ভৌমিক-এর হত্যা মামলাগুলি কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই দুটি মামলায় সিবিআই সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছে এবং বর্তমানে সেগুলি পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ১৯৯৯ সালের একটি পুনঃতদন্ত হওয়া মামলায় ডিএনএ নমুনা হায়দরাবাদের একটি ফরেনসিক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট মিল না পাওয়ায় তদন্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়েছে।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, আরও পাঁচটি পুরনো মামলা পুনরায় খোলার সম্ভাবনা যাচাই করতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১৯৯৩, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০৪ এবং ২০১১ সালের একাধিক খুনের ঘটনা রয়েছে, যা রাজ্যের বিভিন্ন থানায় দায়ের হয়েছিল।

এই মামলাগুলির নথিপত্র বর্তমানে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এত পুরনো মামলা পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান, নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব, প্রমাণের ঘাটতি এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি অনুপস্থিত থাকার মতো চ্যালেঞ্জের কথাও স্বীকার করেছেন তিনি। প্রয়োজনীয় নথি পুনর্গঠন ও অনুসন্ধানের কাজ চলমান রয়েছে বলে জানান তিনি।

উন্মত্ত সারমেয়র কামড়ে আহত ১৩ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। কমলপুর শহরে এক উন্মত্ত সারমেয়ের তাণ্ডবে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যা থেকে এখনো পর্যন্ত সারমেয় শহরের বিভিন্ন এলাকায় দৌড়ে ঘুরে প্রায় ১৩ জনকে কামড়ে জখম করে। ওই ঘটনার পর সাধারণ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিকের ধাওয়া, ইয়াবা সহ গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ মার্চ ।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট বোঝাই একটি গাড়ি আটক করল বিশালগড় ট্রাফিক পুলিশ। নাটকীয় ধাওয়া শেষে চড়িলাম এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর গাড়িটিকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিশালগড় ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,২৪ মার্চ, ২০২৬ ইং
৯ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাণিজ্যে মন্থরতার শঙ্কা

বিশ্বরাজনীতির ইতিহাস বারবার আমাদের সামনে এক কঠিন সত্য উন্মোচন করিয়াছে। ভূগোল শুধু মানচিত্রের রেখা নয়, অনেক সময় সেটিই রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণের নীরব নিয়ামক। মানচিত্রের একটি সরু জলরেখা কখনো কখনো সাম্রাজ্য গঠন করে, আবার কখনো সাম্রাজ্য ভাঙিয়া দেয়। মধ্যপ্রাচ্যের বুকে অবস্থিত হরমুজ প্রণালি আজ এমনই এক ভূরাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু, যাহার ওপর দাঁড়াইয়া আছে বিশ্ব অর্থনীতির একটি বড় অংশ। এ প্রণালিকে ঘিরিয়া যখন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যকার সংঘাত সরাসরি সামরিক রূপ নিয়াছে, তখন তাহা শুধু আঞ্চলিক উত্তেজনা নয়; এটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এক গভীর সংকেত।মধ্যপ্রাচ্যে চলমান এ যুদ্ধে পাল্টাপাল্টি হামলা, ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ, সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করিয়া আঘাতের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রতিনিয়ত উঠিয়া আসিতেছে। ইরানের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও শিল্প স্থাপনায় হামলার পাশাপাশি অঞ্চল জুড়িয়া মার্কিন উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া আঘাত হানার ঘটনাও আলোচনায় আসিয়াছে। একইভাবে ইসরায়েলের দিকে ইরানের ব্যাপক মিসাইল নিক্ষেপ পরিস্থিতিকে এক বহুমাত্রিক যুদ্ধে রূপ দিয়াছে। ফলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, যাহা বহু বছর দেখা যায়নি। এ উত্তেজনার কেন্দ্রে যখন হরমুজ প্রণালি, তখন এর তাৎপর্য বোঝা জরুরি। উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। বৈশ্বিক সমুদ্রপথে পরিবাহিত জ্বালানির একটি বড় অংশ এ প্রণালি অতিক্রম করে। ফলে এটি কার্যত বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের মহাসড়ক। ইরান যদি কৌশলগতভাবে এ প্রণালিতে বাধা সৃষ্টি করে বা বন্ধ ঘোষণা করে, তাহা হইলে তাহা জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক ও গভীর প্রভাব ফেলে।ইরানের এ অবস্থান শুধু সামরিক কৌশল নয়; এটি একটি অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যম। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় এটি 'চোক পয়েন্ট কন্টোল'; অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলা। ইতিহাসে সুয়েজ খাল বা মালাক্কা প্রণালির গুরুত্ব যেমন ছিল, তেমনি আজ হরমুজ প্রণালিও একটি অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক। যুদ্ধের এ পর্যায়ে যখন সৌদি আরবের তেল শোধনাগারে হামলার খবর আসে এবং উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন বৈশ্বিক বাজারে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়ে।জ্বালানি বাজার শুধু সরবরাহ ও চাহিদার হিসাবেই চলে না; এটি প্রত্যাশা, ঝুঁকি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার ওপরও নির্ভরশীল। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বীমা প্রিমিয়াম বাড়িয়া যায়, কারণ যুদ্ধাঞ্চল অতিক্রম করা জাহাজের ঝুঁকি বাড়ে। শিপিং খরচ বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ শিল্পপণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায়। এলএনজি বাজারেও অস্থিরতা দেখা দেয়, কারণ ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলো বিকল্প সরবরাহ নিশ্চিত করিতে প্রতিযোগিতায় নামে।বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব বহুমাত্রিক। প্রথমত, তেলের দাম বৃদ্ধি সরাসরি পরিবহন খরচ বাড়ায়। পণ্য পরিবহন ব্যয় বাড়িলে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করিয়া নির্মাণসামগ্রী পর্যন্ত সবকিছুর দাম বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানিনির্ভর দেশগুলোতে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায়। তৃতীয়ত, শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা কমিয়া যায়। এর ফলে বৈশ্বিক বাণিজ্যে মন্থরতা দেখা দিতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি এরই মধ্যে বহু দেশে উদ্বেগের বিষয়। জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধি সেই চাপ আরও বাড়াইয়া তুলিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াইতে বাধ্য হইলে বিনিয়োগ কমিয়া যাইতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর হইতে পারে। একদিকে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, অন্যদিকে নিম্ন প্রবৃদ্ধিএ পরিস্থিতিকে অর্থনীতির ভাষায় 'স্ট্যাগফ্লেশন' বলা হয়। ১৯৭০-এর দশকে তেল সংকটের সময় বিশ্ব অর্থনীতি এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিয়াছিল।বর্তমান সংকট সেই ইতিহাসের প্রতিধ্বনি শোনাইতেছে। ইউরোপীয় দেশগুলো, যাহারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জ্বালানি সরবরাহে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারাও ব্যাপক চাপে পড়িতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব উৎপাদন বাড়াইয়া বাজারে স্থিতিশীলতা আনিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু বৈশ্বিক বাজারে আস্থার সংকট তৈরি হইলে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই যথেষ্ট হয় না। কারণ, আর্থিক বাজারে ভীতি ছড়াইয়া পড়িলে বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে সরিয়া গিয়া নিরাপদ সম্পদের দিকে ঝোঁকে। স্বর্ণ ও ডলারের চাহিদা বাড়িয়া যায়। উদীয়মান অর্থনীতির মুদ্রার ওপর চাপ বাড়ে।চীন ও ভারত বিশ্বের বৃহত্তম জ্বালানি আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ সংকটে তাহারা বড় ধাক্কা খাইতে পারে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি বাড়িবে। শিল্প খাতে মন্দা দেখা দিতে পারে। শেয়ারবাজারে অস্থিরতা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি হইতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এ চাপ তাহাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মন্থর করিতে পারে।

৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে ত্রিপুরার ২২টি পদক: ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে ত্রিপুরার ২২ জন বালক বালিকা বিভিন্ন পদক পেয়েছে। এরমধ্যে অনূর্ধ ১৪ বালক বালিকা বিভাগে ৮ জন, অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকা বিভাগে ১২ জন এবং অনূর্ধ ১৯ বালক বালিকা বিভাগে ২ জন পদক পেয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে ত্রিপুরা থেকে মোট ৩৮৪ জন খেলোয়াড় জাতীয়স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় সপ্তম খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসে জাতীয়স্তরে ত্রিপুরা থেকে ১৩ জন অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে যে সমস্ত ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে তাদের থেকে বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ৬৮৮ জন খেলোয়াড় জাতীয়স্তরের খেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ৩,৩০৫ জন চা শ্রমিকের পরিবারকে জমি বণ্টন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ: বর্তমানে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে ৩,৩০৫ জন চা শ্রমিকের পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে। সরকারি খাস জমি থেকে এই অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন।

যুদ্ধ, জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ: শক্তির রাজনীতি থেকে শিক্ষার সংকট

উজ্জ্বলকুমার দত্ত

নিকিট অতীতের যুদ্ধগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, এক নিষ্ঠুর সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে এমন কিছু রাষ্ট্র আছে যারা নিজ ভূমিতে যুদ্ধ ডেকে আনে না; তারা যুদ্ধকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেই নিরাপদ দূরত্ব অনেকক্ষেত্রে সাধারণ মিসাইলের নাগালের বাইরে প্রায় হাজার-হাজার কিলোমিটার দূরের কোন মাটি। ফলে মিসাইলের আঘাত ও বোমার উত্তাপে পুড়ে ছারখার হয় না তাদের নিজস্ব ভূখণ্ড। কেঁপে ওঠে না প্রশাসনিক অট্টালিকা। এমনকি আতঙ্কের ছায়া পড়ে না নাগরিক জীবনের উপর। যুদ্ধ সে সব দেশের কাছে এক ধরনের পরিকল্পিত রপ্তানিযোগ্য পণ্য। সহিংসতার এমন এক পণ্য যার মূল্য শোধ করে অন্য দেশের মানুষ। ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে তারা কেবল ফলাফল গোনে এবং দূর প্রান্তরে ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে যায় মানবতার দীর্ঘশ্বাস।

ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ এই নির্মম সত্যকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে। লক্ষ-লক্ষ মানুষের প্রাণ ঝরে গেছে সেখানে। রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে পড়েছে ধ্বংসস্তূপের নিচে। ইতিহাস লুণ্ঠিত হয়েছে। এই সর্বনাশের বিনিময়ে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো পেয়েছে সামরিক ঘাঁটি ও কৌশলগত সুবিধা। যুদ্ধের খাতায় হয়তো জয়ের হিসাব লেখা হয়েছে, কিন্তু মানবতার খাতায় জমা পড়েছে অপূরণীয় ক্ষতির দীর্ঘ ছায়া।

আজ সেই একই ছায়া নেমে আসছে পারস্যভূমিতে। ইরান ঘিরে যে যুদ্ধ-আতঙ্ক ও তৈরি হচ্ছে, তার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ রাজনীতিবিদদের হাত ছেড়ে সামরিক ২। কাঠামোর দখলে চলে যাচ্ছে। যুদ্ধ যখন একক এর কমান্ডে থাকে, তখনও বা আলোচনার সম্ভাবনা প থাকে; কিন্তু যখন তা বিভক্ত বাহিনী ও পৃথক-পৃথক কমান্ডের হাতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্ঠুর হয়। এখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ, অথচ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো আবার দূরত্বের দীর্ঘ নিরাপত্তায় বলয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বকে গণতন্ত্রের পাঠ শেখায়।

এই বৈশ্বিক সহিংসতার আবহে একটি ৫. মৌলিক প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। বাস্তবে কোন প্র, শক্তি দীর্ঘদিন টিকে থাকে অস্ত্রের, না লা জ্ঞানের। বিশ্ব মানচিত্রে আয়তনের দিক থেকে র অতিক্ষুদ্র একটি দেশ ইজরায়েল। ইজরায়েল শুরু থেকেই শিক্ষা ও গবেষণাকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে দেখেছে। তাদের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার প্রাথমিক শর্ত। স্কুলস্তর থেকেই সেখানে ছাত্র- ছাত্রীদের প্রশ্ন করা শেখানো হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ১. সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলা হয়েছে। স্থ গবেষণার ফল দ্রুত প্রযুক্তিতে রূপ নেয় দ্রুত সেখানে। রাষ্ট্র সেই গবেষণার জন্য অর্থ দেয়, সময় দেয় এবং সর্বোপরি কাজ করার স্বাধীনতা দেয়। ফলে সাইবার সিকিউরিটি, চিকিৎসা প্রযুক্তি, কৃষি ও প্রতিরক্ষায় তারা বৈশ্বিক মান তৈরি করতে পেরেছে। অন্যদিকে ভারত মেধার অভাবে পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে আছে অব্যবস্থার কারণে। ভারতবর্ষে শিক্ষা এখনও নম্বর ও পরীক্ষার জালে বন্দী। স্কুল ও কলেজে প্রশ্ন করার চেয়ে মুখস্থ করার চর্চা বেশি। গবেষণার চেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষার গুরুত্ব বেশি। মেধাবী ছাত্রদের বড় অংশই পরীক্ষার দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও পরিকাঠামো গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞানী ও গবেষকরা প্রায়ই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হন। ফলে বহু মেধা বিদেশমুখী হয়। ব্রেনড্রেনের মতো অবস্থা তৈরি হয়। অর্থাৎ দেশের

ভেতরে বৈশ্বিক মানের বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি হয় না। বৃহৎ জনসংখ্যার দেশ আমাদের ভারত যেখানে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানবসম্পদের ভান্ডার অফুরন্ত। কিন্তু আমরা এখনও অতীতের গৌরবগাথা আঁকড়ে ধরে বর্তমানকে অবহেলা করছি। ধর্মগ্রন্থের পাতায় আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্র খুঁজে আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি। কিন্তু নতুন বিজ্ঞানী, গবেষণা, প্রযুক্তি গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরি করতে পারছি না। বিজ্ঞান বিশ্বাসে চলে না। বিজ্ঞান চলে সংশয়, পরীক্ষা ও প্রমাণের পথ ধরে। সেই পথ থেকেই আমরা ক্রমশ একটু-একটু করে দূরে সরে যাচ্ছি।

এই সংকটের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় আমাদের স্কুল-শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান শাখায়। ক্লাস ইলেভেন ও টুয়েলভে পৌঁছতেই ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের মৌলিক সৌন্দর্য, হাতে-কলমে শেখা ও যুক্তিবোধের চর্চাকে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল এন্ট্রান্স পরীক্ষার দৌড়ে নেমে পড়ে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারের দিকে তারা ছুটে যায়, যেখানে পরীক্ষায় পাশ করানোর কৌশল শেখানো হয়, কিন্তু বিজ্ঞান শেখানো হয় না। ফলে ইলেভেন-টুয়েলভের স্কুলগুলো ধীরে-ধীরে নীরব দর্শকে পরিণত হয়। কোন ছাত্রের মেধা কোথায়, তাকে কীভাবে উৎসাহ দিলে সে ভবিষ্যতে ভালো বিজ্ঞানী বা গবেষক হতে পারে- এই প্রশ্নগুলো প্রায় অনুপস্থিত। শহরের অধিকাংশ প্রাইভেট স্কুলনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমে টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে, যেখানে শিক্ষা ব্যবসা ও মেধা একটি ব্যবহারযোগ্য পণ্য মাত্র। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ এমনভাবে কলুষিত হয়েছে যে, সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহলটুকুও ছাত্ররা আর স্কুল থেকে অর্জন করতে পারছে না। এক দুটি ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু সেগুলি থেকে বৃহৎ পূণ পরিসরে দেশের কোন লাভ হয় না। এর ফল ভয়াবহ। অযথা অসংখ্য তরুণ বারবার এন্ট্রান্স পরীক্ষার চক্রে আটকে সময় ও অর্থ অপচয় করছে। কোচিং সেন্টারগুলি জানে, সবাই সফল হবে না, তবুও সবাইকে ভর্তি করিয়ে দেশের সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে। এমনকি মেধা তালিকার প্রথম সারির ছাত্ররাও ভবিষ্যতের বিস্তৃত পথে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এই "একটি পরীক্ষা পাশ করার অসাধু স্টট্র্যাটেজি" ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্ককে হ্যাক করে নিচ্ছে। ফলে প্রকৃত গবেষণামুখী মনন পনি তৈরি হওয়ার আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলত, বৃহৎ জনঅরণ্য থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমাদের অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে বৈশ্বিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গভীর মেধাচর্চা, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও স্বাধীন চিন্তার পরিবেশ থাকা দরকার, তা এই পরীক্ষানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত ধ্বংস করে দিচ্ছে।

যুদ্ধ যেমন সভ্যতাকে ধ্বংস করে; তেমনই ভুল শিক্ষা ব্যবস্থা ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে। একদিকে দূরদেশে রপ্তানিকৃত যুদ্ধ মানবতাকে চা ক্ষতবিক্ষত করছে, অন্যদিকে নিজেদের ঘরের ভেতরেই আমরা জ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল করে ফেলছি। এই দুই সংকট একসূত্রে বাঁধা- কারণ শক্তির রাজনীতি শেষ পর্যন্ত জ্ঞানহীন সমাজকেই সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই- এই আকাঙ্ক্ষা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। ধর্মকে তার মর্যাদার জায়গায় রেখে, বিজ্ঞানকে তার নিজের নিয়মে চলতে দিলে তবেই একটি সমাজ সত্যিকারের শক্তিশালী হয়। নচেৎ আমরা অতীতের গৌরবগাথা আওড়াতে- আওড়াতে নিজেদের ভবিষ্যৎটাকেই হারিয়ে ফেলব। এভাবে যা কিছু অর্জন বা বিসর্জন হোক না কেন, ইতিহাস কিন্তু আমাদের ক্ষমা করবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইরান যুদ্ধ : জল কি হয়ে উঠেছে যুদ্ধের অস্ত্র ?

নিক এরিকসন

প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে যাওয়া নিয়ে সংঘাতের মতো দুঃস্বপ্নের কাহিনি সিনেমায় বা গল্পে পড়ি আমরা। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের যুদ্ধ যতই নিবিড় হচ্ছে, ততই যেন ওই গল্প বা সিনেমার দৃশ্যগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে রূঢ় বাস্তবটা।

এই যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল তেলকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলে বহু দিন ধরে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের কারণ হয়ে থেকেছে ওই তেল।

তবে এখন যুদ্ধের পরিধি যত বিস্তৃত হচ্ছে, উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্য দেশগুলোও জড়িত হয়ে পড়ছে, এরকম পরিস্থিতিতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলছেন, আরেকটি নাজুক প্রাকৃতিক সম্পদও সংঘাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তা হলো জল বা জল।

বিশ্বের মাত্র ২ শতাংশ মিষ্টি জলের সরবরাহ রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলে। তাই সমুদ্রের পানিকে লবণ-মুক্ত করার ওপরেই এই অঞ্চলকে খুব বেশি নির্ভর করতে হয়। জ্বালানি তেল শিল্প ১৯৫০ সালের পর থেকে যত এগিয়ে গেছে, তার সঙ্গেই চাপ পড়েছে মিষ্টি জলের সীমিত সরবরাহের ওপরে। ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস জানাচ্ছে, কুয়েতের ৯০ শতাংশ জলে আসে লবণ-মুক্ত করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ওমানে ৮৬ শতাংশ, সৌদি আরবে ৭০ শতাংশ আর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৪২ শতাংশ মিষ্টি জলই ওই প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে আসে।

ওমানের সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট, ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার সায়েন্সের ড. উইল লা কেন বিবিসির নিউজডে অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'উপসাগরীয় অঞ্চলের লবণ-মুক্তকরণ কারখানাগুলি ২০২১ সালে প্রতিদিন মোট দুই কোটি কিউবিক মিটার (এক কিউবিক মিটার, এক হাজার লিটারের সমান) জল টেনে নিত। এই পরিমাণ জল দিয়ে অলিম্পিক্স মানের আট হাজার সুইমিং পুল ভর্তি করা যাবে।'

জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে কেন লক্ষ্যবস্তু করছে ইরান? এই অঞ্চলের কৃষি আর খাদ্য উৎপাদনও লবণ-মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরবরাহ করা জলের ওপরে নির্ভর করে, কারণ, যে ভূগর্ভস্থ জল আগে সেচের কাজে ব্যবহার করা হত, সেই জল-স্তর অনেক নীচে নেমে গেছে।

এজন্যই জল সরবরাহের পরিকাঠামো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র আর ইরান — উভয়ই চাইছে এটা ব্যবহার করতে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলকে মোকাবিলা করার থেকে বরং সংঘাতের পরিধি নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়েছে তেহরান। জল সরবরাহের অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা সম্ভবত ইরানের সেই কৌশলেরই অংশ, যদিও বলা হচ্ছে যে এগুলো প্রতিশোধ নেওয়া।

কাতারের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মার্ক ওয়েন জোনসবলছেন, 'যদি উপসাগরীয় অঞ্চলের সরকারগুলো দেখে যে তাদের জল সরবরাহের অবকাঠামোর ওপরে হামলা হচ্ছে, তাহলে এটা খুবই সম্ভব যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপরে যুদ্ধ শেষ করার জন্য চাপ তৈরি করবে। ইরানের হামলাগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে একটা আতঙ্ক তৈরি করা, যাতে বেসামরিক নাগরিকরা 'থাকবেন না পালাবেন', সেই সিদ্ধান্তের ওপরে প্রভাব বিস্তার করা যায়। সমুদ্রের জল লবণ- মুক্তকরণ কারখানায় হামলা বাহারাইন ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে তাদের একটি লবণ-মুক্তকরণ কারখানার ওপরে সরাসরি হামলা করা হয়েছে। তবে ইরান পাল্টা জবাবে বলেছে যে যুক্তরাষ্ট্র আগে হরমুজ প্রণালীর কেশমদ্বীপের একটি জল কারখানায় হামলা চালিয়ে ক্ষতি করে দিয়েছিল। দুবাইয়ের জেবেল আলি বন্দরে ইরান যে হামলা চালায়, তার কাছেই অবস্থিত রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সব থেকে বড়ো জল লবণ-মুক্ত করার কারখানাটি। আবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাতেও একটি জল ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে আগুন ধরে গিয়েছিল। যদিও কর্মকর্তারা বলছেন যে ওই কারখানাটি আংশিকভাবে সচল আছে। কুয়েতের দোহা ওয়েস্ট কারখানাটিরও ক্ষতি হয়েছে, যদিও সেখানে সরাসরি হামলা হয়নি। কাছাকাছি বন্দরে ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হলে সেখানকার ধ্বংসাবশেষ উড়ে এসে কারখানাটিতে আছড়ে পড়ে। ইউনাইটেড নেশনসইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর ওয়াটার, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলের প্রধান, অধ্যাপক কাভেহমাদানি বিবিসিকে বলেছেন, 'ইরানের জন্য এটা একটা সংকেত দেওয়ার কৌশল।' ইরান অবশ্য যে কোনো হামলাকেই তাদের ওপরে হামলার জবাব আখ্যা দিয়ে সেগুলিকে "ন্যায়সংগত" বলে দাবি করছে। বিশেষত কেশমদ্বীপে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার বদলা যে বাহারাইনে তাদের জবাবি হামলা, সেটাও বলেছে ইরান। গুরুত্বপূর্ণ পানি সরবরাহের অবকাঠামোর ওপরে চালানো হামলা থেকে বোঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের জবাব দিতে ইরান কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে।

তবে অধ্যাপক মাদানি মনে করেন, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু হিসাবে উপসাগরীয় অঞ্চলের বহুমূল্য জল সরবরাহ অবকাঠামোর ওপরে দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণ করতে পারে, এই আতঙ্ক জিইয়ে রাখাতেই ইরানের শক্তি। এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে তারা এ ধরনের হামলা চালাবে। তার কথায়, 'ঐতিহাসিকভাবে, জল সবসময়েই হুমকি দেওয়ার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

মার্কিন ঘনিষ্ঠ দেশগুলিতে জল-নিরাপত্তা কি নড়বড়ে?

মি. মাদানি বলছিলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে জল লবণ-মুক্তকরণ কারখানাগুলোতে সরাসরি আর সুস্পষ্ট হামলার ব্যাপারে তেহরান যে দৃশ্যত কিছুটা সাবধানতা আর সংযম দেখাচ্ছে, তা সম্ভবত জেনেভা কনভেনশনের ৪৫ নম্বর ধারার কারণে। আবার তাদের নিজেদের হামলাগুলিকে যাতে জবাবি হামলা বলে চালানো যায়, সেই প্রচেষ্টাও আছে। 'আইন বলছে যে বেসামরিক স্থাপনায় আক্রমণ করা যায় না, তবে শুরু তো ইরান করেনি। আব্বাস আরাঘচির সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সেটাই তো লেখা হয়েছে,' ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিটা নিজের কথায় বলছিলেন মি. মাদানি।

কেশমদ্বীপে হামলার ঘটনাটিকে মি. আরাঘচি 'এক বিপজ্জনক প্রচেষ্টা, যার পরিণতি হবে গুরুতরনির্লজ্জ এবং মরিয়া হয়ে যাওয়া অপরাধ'। তিনি এও লিখেছিলেন যে ওই হামলায় অনেকগুলি গ্রামে জল সরবরাহ সীমিত হয়ে গেছে।

দীর্ঘস্থায়ী হোক বা না হোক, এই ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে যে জল-নিরাপত্তার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কতটা নড়বড়ে। দুর্বলতা ইরানেরও আছে, তবে মি. মাদানি বলছিলেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ইরানের জল সরবরাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র আছে, তারা লবণ-মুক্তকরণ প্রক্রিয়ার ওপরে অনেকটা কম নির্ভরশীল।

তবুও অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ জল সরবরাহের পরিকাঠামোর ওপরে উপসাগরীয় অঞ্চলে যে হামলা চালিয়েছে ইরান, এবার তাদের দেশের পরিকাঠামোর ওপরেও পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা নিজেরাই তৈরি করেছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ ইরান এক "চূড়ান্ত জলের আকালের" মুখোমুখি হচ্ছে। কম বৃষ্টিপাত, 'রাজধানীর শতাব্দী প্রাচীন জল সরবরাহ ব্যবস্থায় ফুটো হয়ে যাওয়া' এবং ইসরায়েলের সঙ্গে গত বছরের "১২ দিনের যুদ্ধ" --- সব মিলিয়েই এই ঘাটতি, জানিয়েছেন শক্তি মন্ত্রী আব্বাস আলিয়াবাদি।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধগুলির অবস্থা ইতোমধ্যেই "উদ্বেগজনক অবস্থায়" আছে, বলছিলেন ইরানের ন্যাশানাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড ড্রট ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের আহমাদ ভাজিফেহ যে- সব বড়ো ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে জল পাওয়া যায়, সেখান থেকে অতিরিক্ত জল তুলে নেওয়া হয়েছে, জায়ানদেহরু দর মতো নদীগুলি হ্রাস পেয়েছে আর লেক উর্মিয়া ব্যাপকভাবে ছোট হয়ে এসেছে। ফ্রেড পিয়ার্সের মতো পরিবেশবিদরা বলছেন যে অনেক দশক ধরে বাঁধ নির্মাণ, জল নির্ভর কৃষিকাজ আর অব্যবস্থাপনা পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। কোনো এলাকায় তো ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন এত বেশি পরিমাণে হয়েছে, যে মাটি বসে যাওয়ার মতো গুরুতর ঘটনাও ঘটেছে। সরকারি কর্মকর্তারা তো এমন হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন যে একদিন হয়ত তেহরানেও নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে বা আংশিকভাবে শহর খালি করে দিতে হবে। ইরানের সঙ্গে প্রতিবেশীদের পানি নিয়ে যেসব বিবাদ গবেষকদের একাংশ মনে করেন যে এই সমস্যাটা একদিকে যেমন পরিবেশগত ভাবে, তেমনই জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকেও হুমকি। এর ফলে ইরানের অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থার ওপরে যেমন প্রভাব পড়বে, তেমনই দেশটির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও প্রভাবিত হবে। এর ওপরে তো যুক্তরাষ্ট্র আর ইসরায়েলের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহের তুমুল সংঘাত পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলেছে।

যুদ্ধের আগেই জলের অভাব ইরানে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। খুজেস্তান, ইশফাহান সহ অন্যান্য জায়গায় বিক্ষোভের সময়ে আরও বিভিন্ন বৃহত্তর ইস্যু, যেমন জীবনযাত্রার খরচ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল জলের সংকটও।

পানি নিয়ে ইরানকে যে-সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার মাঝেই এসেছে আঞ্চলিক উত্তেজনা। হেলমন্দ নদী নিয়ে আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছে, আবার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীগুলির ওপরে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে তুরস্কের সঙ্গে সমস্যা আছে। অন্যদিকে ইরাকের সঙ্গে অভিন্ন জলপথ নিয়েও ইরানের বিরোধ আছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের পানি সরবরাহ যে কতটা ভঙ্গুর অবস্থায় আছে, তা এই যুদ্ধের ফলে সামনে এলো। এছাড়াও জল সরবরাহ যে সংঘাতের সময়ে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেই দিকটাও উন্মোচিত হলো। তেল আর গ্যাসের মজুতের মতো কারণগুলির সঙ্গেই পরিবেশগত চাপও এখন সংঘাতের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলেছে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের সংঘাতগুলি শুধুই আর তেল বা গ্যাসের পাইপলাইন বা জ্বালানিবাহী জাহাজের ওপরে নির্ধারিত হবে না। তার সঙ্গেই নদী, ভূগর্ভস্থ পানির আধার আর পানি লবণ-মুক্তকরণ কারখানা নিয়েও সংঘাত বাঁধবে। তা চলতি সংঘাতের ক্ষেত্রে যেমন বাস্তব, তেমনটাই ভবিষ্যতেও।

হতে পারে জল হয়ত তখন তেলের থেকে ভারী হয়ে উঠবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

24-03-26.pmd 1 23-03-2026, 22:55

সোমবার উমাকান্ত ময়দানে দশ দফা দাবিতে স্পেশাল পুলিশ অফিসারদের প্রতিবাদ। ছবি নিজস্ব।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের নতুন রিয়েল-টাইম অডিট পোর্টাল চালু

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে সোমবার 'ইন্টারনাল অডিট পোর্টাল' নামে একটি নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মাধ্যমে প্রচলিত ম্যানুয়াল অডিট ট্র্যাকিং পদ্ধতির বদলে রিয়েল-টাইম, কেন্দ্রীয়কৃত ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে অডিট প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নতুন পোর্টালটি বিভিন্ন দপ্তরের অডিট কার্যক্রম রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণের সুবিধা দেবে, ফলে দক্ষতা ও নজরদারি আরও উন্নত হবে।

এই পোর্টালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সেক্রেটারি-স্তরের সরাসরি অ্যাক্সেস, যার মাধ্যমে শীর্ষ কর্মকর্তারা অডিটের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার দ্বারা নির্মিত এই পোর্টালটি অডিট ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এটি ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটি একক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সমস্ত তথ্য ও কার্যক্রমকে একত্রিত করবে।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শৈলেশ কুমার সিং বলেন, "ইন্টারনাল অডিট পোর্টাল অডিট ব্যবস্থার উপর নজরদারি আরও জোরদার করবে এবং অডিট সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে।"

পোর্টালটিতে রয়েছে চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যরিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড, এসকেলেশন মেকানিজম, রোল-বেসড অ্যাক্সেস এবং সমন্বিত সমন্বয় ব্যবস্থা।

রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অডিটের অগ্রগতি ও নিয়ম মেনে চলার অবস্থা নজরে রাখা যাবে। পাশাপাশি এসকেলেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিলম্ব বা সমস্যাগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে সমাধান করা সম্ভব হবে।এছাড়া রোল-বেসড অ্যাক্সেস ব্যবস্থার ফলে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত হবে এবং মাঠপর্যায়ের দপ্তর ও সদর দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত হবে।

মন্ত্রকের মতে, এই পোর্টাল চালুর ফলে কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি কমবে, অডিট পর্যবেক্ষণ ধারাবাহিকভাবে করা যাবে এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের ব্যবহার ও ট্র্যাকিং আরও কার্যকর হবে।উল্লেখ্য, এই পোর্টালটি সচিব শৈলেশ কুমার সিং, প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রক অখিলেশ ঝা এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা করা হয়।

সরকারের ডিজিটাল গভর্ন্যান্সের বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, যা সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করবে।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা আইএসএফ-এর

কলকাতা, ২৩ মার্চ(আইএএনএস): আগামী মাসে অনুষ্ঠিতব্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২৩টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)। সোমবার দলটির তরফে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে আইএসএফ ৩৩টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানালেও আপাতত ২৩টি আসনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতার ভিত্তিতেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

আইএসএফ নেতা জানান, "আমরা মোট ৩৩টি আসন চেয়েছিলাম। এর মধ্যে ২৯টি আসনে সমঝোতা হয়েছে। বাকি চারটি আসনে মতপার্থক্য রয়েছে, যা দ্রুত মিটে যাবে বলে আশা করছি। সেই কারণেই আপাতত ২৩টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।"

দলের একমাত্র বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী-কে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় কেন্দ্র থেকে পুনরায় প্রার্থী করা হয়েছে। ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি এই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন।

ভাঙড় কেন্দ্রটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হওয়ায় এবারের লড়াইও জমজমাট হতে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন সওকত মোল্লা, যিনি এর আগে ক্যানিং (পূর্ব) কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। বিজেপির প্রার্থী জয়ন্ত গায়েন। কংগ্রেস এখনও এই কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

অন্যদিকে ক্যানিং (পূর্ব) কেন্দ্রে আইএসএফ প্রার্থী করেছে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরবুল ইসলাম-কে, যিনি সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগ দিয়েছেন।

তবে আইএসএফ-বামফ্রন্ট জোটে এখনও কিছু জটিলতা রয়েছে। বিশেষ করে অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক শুরু থেকেই এই জোটের বিরোধিতা করে আসছে। যে চারটি আসনে এখনও মতভেদ রয়েছে, সেগুলিতে ফরওয়ার্ড ব্লক নিজেদের প্রার্থী দিতে অনড় অবস্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও আইএসএফ জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল। তবে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস কোনও আসন জিততে না পারলেও ভাঙড় থেকে জয়ী হয়ে আইএসএফ-এর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বিধানসভায় পৌঁছান নওশাদ সিদ্দিকী।

এবার কংগ্রেস একাই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং রাজ্যের সবকটি ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

ভারতের সেবায় নিবেদিত জীবন: প্রধানমন্ত্রী মোদিকে শুভেচ্ছা পবন কল্যাণ ও জগন মোহন রেড্ডির

অমরাবতী, ২৩ মার্চ (আইএএনএস) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার নজির গড়ায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন অন্ধ্রপ্রদেশের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই.এস. জগন মোহন রেড্ডি।

সোমবার সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ পোস্ট করে পবন কল্যাণ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তিনি লেখেন, টানা ৮,৯৩১ দিন সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা একটি অসাধারণ মাইলফলক। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীএই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁর দৃঢ় সংকল্প, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং 'জাতি প্রথম' নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

পবন কল্যাণ আরও বলেন, গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর নেতৃত্বে শৃঙ্খলা, ত্যাগ এবং অনন্য কর্মনিষ্ঠা লক্ষ্য করা গেছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, দরিদ্র কল্যাণ, ডিজিটাল রূপান্তর এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে।

অন্যদিকে, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির প্রধান জগন মোহন রেড্ডিও প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, ৮,৯৩১ দিন সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন এক ঐতিহাসিক নজির, যা তাঁর দৃঢ়তা ও অদম্য মনোবলের প্রমাণ। দেশের সেবায় তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন তিনি।

এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু-ও প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক সাফল্য প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়নের প্রতি তাঁর নিরলস প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৮,৯৩১ দিন সরকার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং-এর ৮,৯৩০ দিনের রেকর্ড অতিক্রম করেছেন।

২১.৪৬ লক্ষ টাকার অনলাইন বিনিয়োগ প্রতারণা ফাঁস, গ্রেফতার ২

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): প্রায় ২১.৪৬ লক্ষ টাকার একটি বড়সড় অনলাইন বিনিয়োগ প্রতারণার চক্র ভেঙে দিল দিল্লি পুলিশ-এর সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট সাইবার শাখা। এই ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উচ্চ মুনাফার লোভ দেখিয়ে এবং বিভিন্ন 'প্রিপেড টাস্ক'-এর নাম করে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ধাপে ধাপে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত প্রতারিত ব্যক্তি মোট ২১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ট্রান্সফার করেন।

এই ঘটনায় ২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর সাইবার থানায় একটি ই-এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়।

তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা প্রযুক্তিগত নজরদারি চালিয়ে অর্থের লেনদেনের সূত্র খুঁজে বের করেন। প্রায় ৩ লক্ষ টাকার একটি সন্দেহজনক লেনদেনের হদিস মেলে ছ্বদ্ধখ্ন-এর একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

এর সূত্র ধরে রাজস্থানে অভিযান চালিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তদন্তে উঠে আসে, সুরেন্দর নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছিল, যা পরে নরেন্দর নামে আরেকজনকে নগদে দেওয়া হয়। পরে নরেন্দর জানান, তিনি কমিশন রেখে বাকি টাকা প্রেম প্রকাশ ওরফে লাভলির কাছে দেন। প্রেম প্রকাশও সেই টাকা অন্য এক অভিযুক্ত অঙ্কিতের কাছে পাঠায়।

তদন্তের ভিত্তিতে নরেন্দর (২৪) এবং প্রেম প্রকাশ (৩৮)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক অভিযুক্ত অঙ্কিতের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই প্রতারণায় ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোনএকটি আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং একটি ইটেল হ্যান্ডসেটজব্দ করা হয়েছে। ধৃতদের পূর্ব অপরাধমূলক রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ডিসিপি (সেন্ট্রাল) রোহিত রাজবীর সিংহ জানিয়েছেন, মামলার তদন্ত এখনও চলছে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে অভিযান জারি রয়েছে।

সাতারায় জেডপি ভোট ঘিরে বিতর্ক: মন্ত্রীর উপর হামলার অভিযোগে এসপি সাসপেন্ড

মুম্বই, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): মহারাষ্ট্র বিধান পরিষদে সোমবার তুমুল হইচইয়ের মধ্যে সাতারা জেলার পুলিশ সুপার তুশার দোশি-কে অবিলম্বে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, জেডপি নির্বাচনের সময় সাতারার গার্ডিয়ান মন্ত্রী শম্ভুরাজ দেসাই-এর সঙ্গে পুলিশ দুর্ব্যবহার করে এবং তাঁকে আঘাত করে।

বিধান পরিষদের উপ-সভাপতি নীলাম গোরহে বলেন, "এই সভার দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী সদস্য, বিশেষ করে মন্ত্রীর বক্তব্যকে সত্য হিসেবে ধরা হয়। তাই অবিলম্বে সাতারার এসপি এবং ঘটনায় জড়িত সকল পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিচ্ছি।"

ঘটনাটি ঘটে সাতারা জেলা পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালীন। অভিযোগ, শিবসেনা ও এনসিপির সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি সত্ত্বেও নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়, যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী শম্ভুরাজ দেশাই জানান, প্রায় ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, ভোটকেন্দ্রের কাছে পৌঁছনোর সময় প্রায় ১০০ জন সাদাপোশাকের পুলিশ তাঁদের আটকে দেয় এবং জোর করে টেনে নিয়ে যায়।

দেশাই বলেন, "আমি একজন মন্ত্রী হয়েও পুলিশের হাতে হেনস্থার শিকার হয়েছি, হাতে গুরুতর চোট লেগেছে। যদি একজন মন্ত্রী নিরাপদ না হন, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা?"এনসিপি নেতা মাকরন্দ পাটিল আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, সংশ্লিষ্ট এসপিকে শুধু সাসপেন্ড নয়, বরখাস্ত করা উচিত।শিবসেনা নেত্রী মনীষা কায়ান্ডে এবং বিক্রম কালে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন। অন্যদিকে, বিজেপি মন্ত্রী জয়কুমার গোরে এই সাসপেনশনের বিরোধিতা করে বলেন, "ঘটনার পূর্ণ সত্য না জেনে আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করা ঠিক নয়।"উপ-সভাপতি নীলম গোরে পুনে ডিভিশনাল কমিশনারকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের কথাও বলেছেন।উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ঘটনাটিকে "গণতন্ত্রের হত্যা" বলে অভিহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবী জানিয়েছেন, তদন্তের ভিত্তিতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অসমের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন কংগ্রেসে যোগ দিলেন নন্দিতা গরলোসা

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অসমের রাজনীতিতে বড়সড় পালাবদল ঘটল। রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গোরলোসা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া জানান, দল ছাড়ার সিদ্ধান্তটি গরলোসার ব্যক্তিগত। সাইকিয়া বলেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দলে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।" তিনি আরও জানান, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচার চলাকালীন গরলোসাকে মন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূরণও করা হয়।

তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-র নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।" তবে এবারের নির্বাচনে "পরিবর্তিত পরিস্থিতির" কারণে তাঁকে প্রার্থী করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান সাইকিয়া। সেই সিদ্ধান্তের কারণ তাঁকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে, কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর হাফলং কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হচ্ছেন গরলোসা। কংগ্রেস জানিয়েছে, দলের পূর্বঘোষিত প্রার্থী তথা সাধারণ সম্পাদক নির্মল ল্যাংথাসা "বৃহত্তর জনস্বার্থে" নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে গরলোসার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, হাফলংয়ের বর্তমান বিধায়ক গরলোসা গত পাঁচ বছরে দিমা হাসাও জেলায় নিজের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। বিজেপি ওই কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো প্রার্থী করেছে রূপালী ল্যাংথাসা-কে। ফলে গরলোসার দলবদলকে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।কংগ্রেস গরলোসাকে স্বাগত জানিয়ে জানিয়েছে, তিনি ধারাবাহিকভাবে এলাকার সমস্যা তুলে ধরেছেন এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থানে অটল থেকেছেন। একইসঙ্গে বিজেপির সমালোচনা করে কংগ্রেসের অভিযোগ, তাঁকে টিকিট না দেওয়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

রাজস্থানে পুলিশের এনকাউন্টারের পর বড় মাদক উদ্ধার, চোরাকারবারিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

জয়পুর, ২৩ মার্চ (আইএএনএস):: রাজস্থান-এ 'অপারেশন ত্রিনেত্র'-এর অধীনে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। প্রতাপগড় জেলা পুলিশ প্রায় ৭৬২ কেজি অবৈধ ডোডা-চুরা (পপি হাস্ক) উদ্ধার করেছে, যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য আনুমানিক ১.১৪ কোটি টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধারিয়াওয়াড় এলাকার কাছে জেলা স্পেশাল টিম একটি সন্দেহজনক পিকআপ ভ্যান আটকানোর চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা ব্যারিকেড ভেঙে পালিয়ে যায়। এমনকি পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরে তারা উদয়পুর-এর দিকে পালাতে থাকে। ধাওয়ার সময় অভিযুক্তরা পুলিশের উপর ১৫-১৬ রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ।

পরে পুলিশ দল গাড়িটিকে ঘিরে ফেললে অভিযুক্তরা আরামপুরা জঙ্গলের কাছে গাড়ি ফেলে অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যায়। গাড়ি তল্লাশি করে ৩৮ বস্তা ডোডা-চুরা এবং একটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়।

এই অভিযানে ট্রেনি আরপিএস অফিসার শক্তি দায়মা, এসএইচও হাজারিলাল মীনা এবং ডিএসটি ইনচার্জ প্রতাপ সিং অংশ নেন। ধারিয়াওয়াড় থানায় মামলা দায়ের করে পলাতক অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

এদিকে মাদক চক্রের আর্থিক নেটওয়ার্ক ভাঙতে পুলিশ সমান্তরালভাবে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। এনডিপিএস আইন-এর আওতায় প্রায় ১.১২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত শাহরুখ খান ও দিলাওয়ার খান (হাথুনিয়া এলাকার বাসিন্দা), যাদের ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের অবৈধ মাদক ব্যবসার অর্থে দুটি বিলাসবহুল বাড়ি (প্রতিটির মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা) এবং একটি স্করপিও গাড়ি কেনা হয়েছিল।সাফেমা কর্তৃপক্ষ-এর অনুমোদনের পর ২৩ মার্চ এই সম্পত্তিগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রিজ করা হয়েছে এবং বাজেয়াপ্তির নোটিস জারি করা হয়েছে।উল্লেখ্য, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দিল্লি, জয়পুর ও মধ্যপ্রদেশে একাধিক মাদক পাচার সংক্রান্ত মামলা রয়েছে। পুলিশ সুপার বি. আদিত্য জানিয়েছেন, মাদক বিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং চক্রের সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার রাজধানীতে শহীদ ভগৎ সিং-সহ তিন বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা ডিওয়াইএফআই-এর। ছবি নিজস্ব।

শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতারি থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা, নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের

কলকাতা, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): বিরোধী দলনেতা সুবেন্দু অধিকারী-কে বড় স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার আদালতের একক বেঞ্চ তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর মামলায় কোনওরকম জোরপূর্বক পুলিশি পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা প্রদান করেছে।

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি-এর বেঞ্চ ১২ সপ্তাহের জন্য এই সুরক্ষা মঞ্জুর করেছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত পুলিশ শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে গ্রেফতার-সহ কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবে না। মামলাটি আগামী জুলাই মাসে ফের শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি স্বতঃ প্রণোদিত (সুয়োমোটো) এফআইআর দায়ের হয়েছিল, অভিযোগ ছিল আপত্তিকর মন্তব্য করার। নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য আইনি জটিলতা এড়াতে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

বর্তমানে শুভেন্দু অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম কেন্দ্র এবং দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রদুই জায়গা থেকেই নির্বাচনে লড়ছেন। ভবানীপুরে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

অন্যদিকে, একই দিনে আদালত শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী-কেও স্বস্তি দিয়েছে। সরকারি ফ্ল্যাট খালি করার পরও 'নো ডিউস' শংসাপত্র না পাওয়ায় তিনি হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন।

বিচারপতি কৃষ্ণ রায়-এর বেঞ্চে শুনানির সময় রাজ্যের তরফে জানানো হয়, ১৯ মার্চই ওই শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। আদালতে তার কপি জমা দেওয়া হয়েছে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তা প্রার্থীর হাতে পৌঁছে যাবে।

দিব্যেন্দু অধিকারী পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

বিরিয়ানি তৈরির ম্যাজিক টিপস

মাংস কতটা নরম আর রসালো হবে, তা নির্ভর করে ম্যারিনেশনের ওপর। টক দই, আদা-রসুন বাটা এবং বিরিয়ানির বিশেষ মশলা দিয়ে মাংস অন্তত কয়েক ঘণ্টা বা সারারাত মাখিয়ে রাখুন। দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড মাংসের ফাইবার ভেঙে তাকে ভিতর থেকে নরম ও তুলতুলে করে তোলে।

বিরিয়ানি খেতে কে না ভালোবাসেন! চাল, মাংস আর মশলার সেই রাজকীয় মেলবন্ধন যখন থালায় সাজানো থাকে, তখন ডায়েট ভুলে রসনাতৃপ্তিতে মাতেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দায়। কিন্তু বাড়িতে বিরিয়ানি বানাতে গেলেই অনেকের মন খারাপ হয়ে যায়। কখনও চাল গলে যায়, আবার কখনও মাংসটা ঠিক জুতসই নরম হয় না। রেস্তোরাঁর সেই দানাদার, সুগন্ধি বিরিয়ানির স্বাদ কি তবে বাড়িতে পাওয়া অসম্ভব? একদমই নয়! আপনার রান্নাঘরের সাধারণ বিরিয়ানিকে অসাধারণ করে তুলতে প্রয়োজন শুধু সঠিক পদ্ধতি আর কিছু ছোট কৌশলের প্রয়োগ। রইল বিরিয়ানি তৈরির ম্যাজিক টিপস।

পারফেক্ট বিরিয়ানির প্রথম শর্তই হল লম্বা দানার বাসমতী চাল। চাল কেনার সময় পুরনো চাল বেছে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। রান্নার আগে চাল ভালো করে ধুয়ে অন্তত ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা জরুরি। এতে চালের অতিরিক্ত স্টার্চ বেরিয়ে যায়, ফলে রান্নার পর বিরিয়ানি আঠালো হয় না এবং চালের দানাগুলো লম্বা ও ঝরঝরে থাকে। মাংস কতটা নরম আর রসালো হবে, তা নির্ভর করে ম্যারিনেশনের ওপর। টক দই, আদা-রসুন বাটা এবং বিরিয়ানির বিশেষ মশলা দিয়ে মাংস অন্তত কয়েক ঘণ্টা বা সারারাত মাখিয়ে রাখুন। দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড মাংসের ফাইবার ভেঙে তাকে ভিতর থেকে নরম ও তুলতুলে করে তোলে। অনেকেই ভাবেন বেশি মশলা মানেই বেশি স্বাদ, যা একদম ভুল। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি আর তেজপাতার সঠিক ভারসাম্যই বিরিয়ানির আসল সুগন্ধের উৎস। চেষ্টা করবেন বাড়িতেই টাটকা মশলা গুঁড়ো করে নিতে। বাজারের কেনা মশলার চেয়ে হাতে তৈরি গরম মশলার গন্ধ অনেক বেশি কড়া ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

চাল এবং মাংস কখনই একসঙ্গে সেদ্ধ করবেন না। চাল আলাদাভাবে ৭০-৮০ শতাংশ ফুটিয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর একটি বড় পাত্রে মাংস এবং চালের স্তর বা লেয়ার তৈরি করুন। প্রতিটি স্তরে বেরেস্তা (ভাজা পেঁয়াজ), ঘি, ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা ছড়িয়ে দিন।

বিরিয়ানির রাজকীয় রঙের জন্য কৃত্রিম রং ব্যবহার না করে ঈষদুষ্ণ দুধে জাফরান ভিজিয়ে ব্যবহার করুন। এটি যেমন সুন্দর রং আসবে, তেমনই স্বাদও বাড়াবে বহুগুণ। সঙ্গে কয়েক চামচ গাওয়া ঘি আর সামান্য কেওড়া জল বা গোলাপ জল ছড়িয়ে দিলে আভিজাত্য ফুটে উঠবে।

সব সাজানো হয়ে গেলে হাঁড়ির মুখ আটা দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিন (যাকে আমরা 'দম' বলি)। খুব ধিমে আঁচে ২০-৩০ মিনিট দমে বসিয়ে রাখুন। এতে মাংসের জুস আর মশলার সুবাস চালের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটিই হল বিরিয়ানির 'সিগনেচার' সুগন্ধের আসল চাবিকাঠি।

রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁড়ি খুলবেন না। অন্তত ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এতে বিরিয়ানির আর্দতা বা ময়েশ্চার সেট হয়ে যায়। তড়িঘড়ি করলে চাল ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে। কিছুক্ষণ পর নিচ থেকে আলতো করে নেড়ে পরিবেশন করুন ধোঁয়া ওঠা বিরিয়ানি।

স্ত্রীর হাতের রেখায় লুকানো স্বামীর সাফল্যের চাবিকাঠি

মেয়েদের হাতের তালুর গঠন এবং সেখানে থাকা বিশেষ কিছু চিহ্ন তাঁদের স্বামীর ভাগ্য বদলে দিতে পারে। জ্যোতিষবিদদের মতে, কিছু বিরল চিহ্ন রয়েছে যা হাতে থাকলে সেই নারী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা হন এবং বিবাহের পর তাঁর স্বামীর কর্মজীবনে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।

হস্তরেখা শাস্ত্র বা সামুদ্রিক শাস্ত্র অনুসারে, মেয়েদের হাতের তালুর গঠন এবং সেখানে থাকা বিশেষ কিছু চিহ্ন তাঁদের স্বামীর ভাগ্য বদলে দিতে পারে। জ্যোতিষবিদদের মতে, কিছু বিরল চিহ্ন রয়েছে যা হাতে থাকলে সেই নারী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা হন এবং বিবাহের পর তাঁর স্বামীর কর্মজীবনে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।

১. ধ্বজা ও রথ চিহ্ন: পদমর্যাদার প্রতীক হস্তরেখা শাস্ত্র অনুযায়ী, যদি কোনো মেয়ের হাতের তালুতে স্পষ্ট 'ধ্বজা' (পতাকা) বা 'রথ'-এর মতো চিহ্ন দেখা যায়, তবে তা অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের মেয়েরা উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘরণী হন। বিয়ের পর তাঁদের স্বামীর ক্যারিয়ারে দ্রুত উন্নতি ঘটে।

২. স্বস্তিক ও হাতের লালিমা: লক্ষ্মীস্বরূপা নারী যাঁদের হাতের তালু স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য গোলাপি বা হালকা লালচে আভাযুক্ত হয়, তাঁদের শাস্ত্রে লক্ষ্মীর রূপ বলে গণ্য করা হয়। যদি রেখাগুলোর মিলনে হাতের তালুতে 'স্বস্তিক' চিহ্ন তৈরি হয়, তবে সেই মেয়ের স্বামী কোনোদিন আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হন না। তাঁদের সংসারে সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি বজায় থাকে। ৩. পদ্ম ও মৎস্য চিহ্ন: সুখ-সুবিধার ইঙ্গিত হাতের তালুতে 'পদ্মফুল' বা 'মাছ' (মৎস্য)-এর চিহ্ন থাকা সবথেকে শুভ বলে মনে করা হয়। এই চিহ্নগুলি মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাশাপাশি তাঁদের স্বামীদের সারা জীবনের আরাম ও বিলাসিতার ইঙ্গিত দেয়। সামুদ্রিক শাস্ত্র মতে, এমন স্ত্রী পাশে থাকলে স্বামীর জীবনে কোনো অভাব থাকে না। ৪. তুলাদণ্ড ও বৃষ চিহ্ন: সফল শিল্পপতি যদি কোনো মেয়ের ডান হাতের তালুতে 'তুলাদণ্ড' (তরাজু) এবং বাম হাতের তালুতে 'হাতি' বা 'বৃষ' (ষাঁড়)-এর মতো আকৃতি তৈরি হয়, তবে তাঁর স্বামী একজন অত্যন্ত বড় এবং সফল শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী হন। স্ত্রীর ভাগ্যের জোরে স্বামীর ব্যবসায় কখনও ক্ষতির মুখ দেখতে হয় না।

পূজার প্রদীপের শিখা জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়

ঈশ্বর প্রসন্ন হন এবং তাঁর আশীর্বাদে সংসারে সুখ, শান্তি ও ইতিবাচকতা বজায় থাকে। শাস্ত্র মতে, প্রদীপ প্রজ্বলন ছাড়া যেকোনো পূজাই অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানো কেবল একটি প্রথা নয়; এর পেছনে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য। প্রদীপের শিখাকে জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

হিন্দুধর্মে প্রতিটি ঘরেই প্রতিদিন দেব-দেবীর আরাধনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, নিষ্ঠাভরে পূজা করলে ঈশ্বর প্রসন্ন হন এবং তাঁর আশীর্বাদে সংসারে সুখ, শান্তি ও ইতিবাচকতা বজায় থাকে। শাস্ত্র মতে, প্রদীপ প্রজ্বলন ছাড়া যেকোনো পূজাই অসম্পূর্ণ। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানো কেবল একটি প্রথা নয়; এর পেছনে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য। প্রদীপের শিখাকে জ্ঞান এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। আমরা প্রায় সবাই পূজার সময় প্রদীপ জ্বালি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক নিয়ম না জানায় অজান্তেই কিছু ভুল করে ফেলি। বাস্তুশাস্ত্র ও ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, প্রদীপ জ্বালানোর নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে যা মেনে চললে শুভ ফল পাওয়া যায়।

ঘিয়ের প্রদীপ: গরুর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালে সেটি দেবতার ডান দিকে রাখা শুভ বলে মনে করা হয়। ঘিয়ের প্রদীপের ক্ষেত্রে সাদা তুলার সলতে ব্যবহার করা উচিত।

তেলের প্রদীপ: সর্ষের তেল বা তিলের তেলের প্রদীপ জ্বালালে সেটি দেবতার বাম দিকে রাখা উচিত। এক্ষেত্রে লাল সুতো বা 'কালাভা' দিয়ে তৈরি সলতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সঠিক দিক: বাস্তুশাস্ত্রমতে, প্রদীপ জ্বালানোর জন্য উত্তর দিক বা ঈশান কোণ (উত্তর-পূর্ব) সবচেয়ে উত্তম। প্রদীপের শিখার মুখ সবসময় পূর্ব বা উত্তর দিকে থাকা উচিত।

বর্জনীয় দিক: প্রদীপের শিখা কখনোই দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে রাখা উচিত নয়। এছাড়া প্রদীপ জ্বালানোর আগে অবশ্যই হাত ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

যে ভুলগুলো এড়িয়ে চলবেন:

সরাসরি সামনে নয়: পূজার সময় প্রদীপটি কখনোই দেবতার মূর্তির একেবারে মাঝখানে বা ঠিক সামনে রাখবেন না। সেটি সামান্য পাশে রাখা শ্রেয়।

পরিচ্ছন্নতা: প্রদীপ যেন সবসময় পরিষ্কার থাকে। নোংরা বা পুরোনো পোড়া সলতে যুক্ত প্রদীপ ব্যবহার করবেন না।

পর্যাপ্ত জ্বালানি: প্রদীপে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘি বা তেল দিন যাতে পূজার মাঝপথে প্রদীপটি নিভে না যায়। পূজার মাঝে প্রদীপ নিভে যাওয়া অশুভ বলে মানা হয়।

খণ্ডিত প্রদীপ: কোনো অবস্থাতেই ফেটে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া (খণ্ডিত) প্রদীপ পূজায় ব্যবহার করবেন না।

শাস্ত্রীয় এই ছোটখাটো নিয়মগুলো মেনে চললে গৃহকোণ যেমন ইতিবাচক শক্তিতে ভরে ওঠে, তেমনি আধ্যাত্মিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হয়।

পেন্সিল নয়, প্রাকৃতিকভাবেই ভ্রু ঘন করবেন কিভাবে

ক্যাস্টর অয়েলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে যা রোমকূপের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে সামান্য ক্যাস্টর অয়েল ভ্রুতে ম্যাসাজ করলে কয়েক সপ্তাহেই পরিবর্তন চোখে পড়বে। তবে খেয়াল রাখবেন, তেল যেন সরাসরি চোখের ভেতরে না যায়।

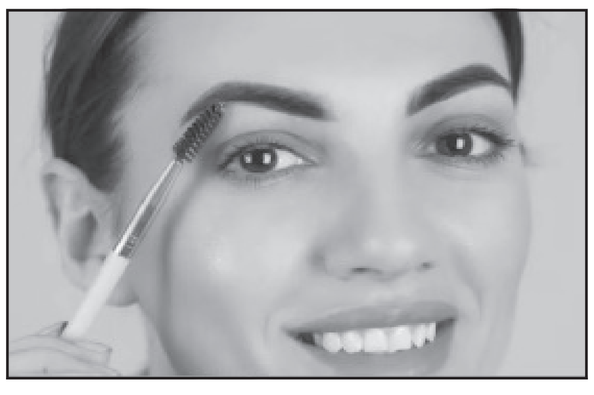

নজরকাড়া চোখের সৌন্দর্য্যে একজোড়া ঘন ভ্রু যেন ফ্রেমের মতো কাজ করে। মেকআপের বাক্সে অনেক ধরণের আইব্রো পেন্সিল বা জেল থাকলেও, প্রাকৃতিক ঘন ভ্রু-র সৌন্দর্য্যই আলাদা। কিন্তু সমস্যা হল, অনেকেরই ভ্রু জন্মগতভাবে পাতলা, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ভুলভাবে প্লাক করা বা অযত্নে ভ্রু ঝরতে শুরু করে। পার্লারে গিয়ে মাইক্রোব্লেডিং করানোর আগে বাড়িতে বসেই কিন্তু ভ্রুকে ঘন ও কালো করে তোলা সম্ভব। এর জন্য দামী প্রসাধনী লাগবে না বরং রান্নাঘরের সাধারণ কিছু উপাদানেই কাজ হবে ম্যাজিকের মতো।

ক্যাস্টর অয়েল

ভ্রু ঘন করার কথা উঠলে সবার আগে আসে ক্যাস্টর অয়েলের নাম। এটি কয়েক দশকের পরীক্ষিত টোটকা। ক্যাস্টর অয়েলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে যা রোমকূপের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে সামান্য ক্যাস্টর অয়েল ভ্রুতে মাসাজ করলে কয়েক সপ্তাহেই পরিবর্তন চোখে পড়বে। তবে খেয়াল রাখবেন, তেল যেন সরাসরি চোখের ভেতরে না যায়।

নারকেল তেল ও অলিভ অয়েল

যাদের ত্বক একটু বেশি সংবেদনশীল, তারা নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল বেছে নিতে পারেন। নারকেল তেলে থাকা ভিটামিন ই এবং আয়রন ভ্রুর নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, অলিভ অয়েল ভ্রুর আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং চুলের টেক্সচার উন্নত করে। শুধু আঙুলের ডগায় এক ফোঁটা তেল নিয়ে ভ্রুর ওপর বৃত্তাকার মোশনে মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, যা দ্রুত ফল দেয়।

পেঁয়াজের রস

শুনতে অবাক লাগলেও, পেঁয়াজের রসে থাকা সালফার কোলাজেন উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। তুলোর বল পেঁয়াজের রসে ভিজিয়ে ভ্রুতে লাগিয়ে রাখুন ১০-১৫ মিনিট। গন্ধ একটু কড়া হলেও এটি দ্রুত নতুন লোম গজাতে সাহায্য করে। কাজ হয়ে গেলে ঠান্ডা জল বা ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

ডায়েটে নজর দিন

বাইরে থেকে যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি শরীরের ভেতর থেকেও পুষ্টির প্রয়োজন। ভ্রু ঘন করতে বায়োটিন, ভিটামিন বি-৬ এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার রাখা জরুরি। পালং শাক, ডিম, বাদাম ও মাছ নিয়মিত খেলে শুধু ভ্রু নয়, মাথার চুলও মজবুত হয়।

ছোট কিছু ভুল এড়িয়ে চলুন

অনেকেরই অভ্যাস আছে ঘন ঘন থ্রেডিং বা প্লাক করার। ভ্রু যদি পাতলা মনে হয়, তবে অন্তত দু-তিন মাস প্লাক করা বন্ধ রাখুন। এছাড়াও, ভ্রুতে অতিরিক্ত মেকআপ প্রোডাক্ট বা ফেসক্রিম ব্যবহার করাও রোমকূপ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে ভ্রু-র চুল পড়া বেড়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন, ভ্রু রাতারাতি ঘন হয় না। ধৈর্য ধরে নিয়ম মেনে যত্ন নিলে এক মাসেই আপনার ভ্রু হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় ও ঘন।

আঙুর খাওয়ার আগে পরিষ্কার করার জরুরী

আঙুরের খোসা পাতলা, আর ফলগুলো গুচ্ছ আকারে থাকে। ফলে স্প্রে করা কীটনাশক ফাঁকে ফাঁকে জমে যায়। খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাজারে বিক্রি হওয়া কিছু ফলের থেকে আঙুরে কীটনাশকের পরিমান অনেকটাই বেশি। তা বলে কি নিজের প্রিয় ফল খাবেন না? সতর্কতা মানলেই স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শুধু কলের জলে ধুয়ে নিলেই সব রাসায়নিক সরে যায় না। কীভাবে পরিষ্কার করবেন আঙুর? বাজারে টাটকা সবুজ আর কালো আঙুর দেখে লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু জানেন কি, এই চকচকে আঙুরের গায়েই লেগে থাকতে পারে ক্ষতিকর রাসায়নিক? খেতে ফলন বাড়াতে এবং পোকামাকড় ঠেকাতে যে কীটনাশক ব্যবহার হয়, তা অনেক সময় ফলের গায়ে থেকেই যায়। শুধু জল দিয়ে ধুলেই কি আঙুর নিরাপদে খাওয়া যায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝুঁকির সম্ভাবনা প্রবল। কেন আঙুরে বেশি ঝুঁকি? আঙুরের খোসা পাতলা, আর ফলগুলো গুচ্ছ আকারে থাকে। ফলে স্প্রে করা কীটনাশক ফাঁকে ফাঁকে জমে যায়। খাদ্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাজারে বিক্রি হওয়া কিছু ফলের থেকে আঙুরে কীটনাশকের পরিমান অনেকটাই বেশি। তা বলে কি নিজের প্রিয় ফল খাবেন না? সতর্কতা মানলেই স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শুধু কলের জলে ধুয়ে নিলেই সব রাসায়নিক সরে যায় না। কীভাবে পরিষ্কার করবেন আঙুর? এক লিটার জলে এক চামচ লবণ মিশিয়ে তাতে আঙুর ১৫—২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এতে গায়ে লেগে থাকা জীবাণু ও রাসায়নিক দুর্বল হয়। খাবার সোডা (বেকিং সোডা) মেশানো জলে ১০—১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে কীটনাশকের স্তর ভাঙতে সাহায্য করেএমন তথ্য বিভিন্ন খাদ্য গবেষণায় উঠে এসেছে। গুচ্ছ থেকে আঙুর আলাদা করে নিন। তারপর পরিষ্কার জলে ২—৩ বার ধুয়ে নিন। এতে ফাঁকে জমে থাকা ময়লা বেরিয়ে আসে। ধোয়ার পর পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে নিলে বাড়তি আর্দতা ও চলে যায় অনেকে ফল সরাসরি ফ্রিজে তুলে রাখেন। কিন্তু না ধুয়ে ফ্রিজে রাখলে রাসায়নিক আরও ছড়াতে পারে। তাই কেনার পর প্রথমেই পরিষ্কার করা ভালো। শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা জরুরি। আঙুর খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। বরং সঠিক পদ্ধতিতে ধুয়ে নিলে ঝুঁকি অনেকটাই কমানো যায়। প্রিয় ফলটি উপভোগ করুন নিশ্চিন্তে তবে সচেতনতা অবশ্যই জরুরি।

মরণব্যাধি ক্যানসার রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই সাধারণ শাকের

শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, মরণব্যাধি ক্যানসার রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই সাধারণ শাকের। বিশেষ করে কোলন ক্যানসার এবং ব্রেস্ট ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে কচু শাক দারুণ কার্যকরী। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে, যা ক্যানসার প্রতিরোধে ঢাল হিসেবে কাজ করে।

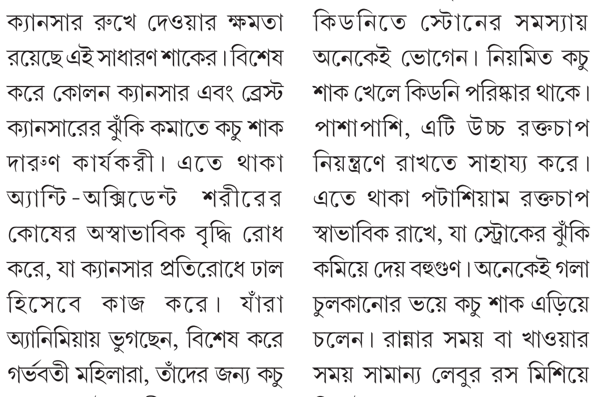

ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক হোক কিংবা ভাজা- বাঙালির হেঁশেলে এই পদের কদর চিরকাল। অনেকে আবার এই শাককে 'গরিবের খাদ্য' বলে অবজ্ঞা করেন। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, সাধারণ দেখতে এই সবুজ পাতাই আসলে পুষ্টির 'পাওয়ার হাউস'। কেবল স্বাদে নয়, গুণেও এটি টেক্কা দিতে পারে নামী-দামি বিদেশি সুপারফুডকে। জানেন কী কী পুষ্টিগুণ কয়েছে এই শাকে?

আজকালকার অনিয়মিত জীবনযাত্রায় কোলেস্টেরল যেন ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, কচু শাক নিয়মিত খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। এর ফাইবার শরীরের অতিরিক্ত চর্বি শোষণে বাধা দেয়। ফলে রক্তনালীতে ময়লা জমতে পারে না, আর আপনার হার্টকে রাখে একদম ফিট। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, মরণব্যাধি ক্যানসার রুখে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এই সাধারণ শাকের। বিশেষ করে কোলন ক্যানসার এবং ব্রেস্ট ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে কচু শাক দারুণ কার্যকরী। এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করে, যা ক্যানসার প্রতিরোধে ঢাল হিসেবে কাজ করে। যাঁরা অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলারা, তাঁদের জন্য কচু শাক বেশ উপকারী। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন এবং ভিটামিন বি। শরীর থেকে ক্লান্তি দূর করতে এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে এর জুড়ি মেলা ভার। শুধু তাই নয়, এর ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড়কে মজবুত করে, ফলে বয়সকালে গাঁটে ব্যথার সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কিডনিতে স্টোনের সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। নিয়মিত কচু শাক খেলে কিডনি পরিষ্কার থাকে। পাশাপাশি, এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে, যা স্ট্রোকের ঝুঁকি কমিয়ে দেয় বহুগুণ। অনেকেই গলা চুলকানোর ভয়ে কচু শাক এড়িয়ে চলেন। রান্নার সময় বা খাওয়ার সময় সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে নিলেই আর সমস্যায় পরবেন না। নিশ্চিন্তে খেতে পারবেন কচুর শাক। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড কচুর ক্যালসিয়াম অক্সালেটকে ভেঙে দেয়, ফলে গলা ধরার আর কোনো ভয় থাকে না।

ঘুমের মধ্যে আচমকা পায়ে টান? অবহেলা করলেই বিপদ

চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গেছে, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজে আক্রান্তদের একটি বড় অংশ হাঁটার সময় পায়ে ব্যথা বা টান অনুভব করেন, যাকে ক্লডিকেশন বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন, বিশেষত ডায়াবেটিস ও ধূমপানের ইতিহাস থাকলে ঝুঁকি বাড়ে।

রাতে আচমকা পায়ে টান ধরে ঘুম ভাঙে? অনেকেই বলেন''জল কম খেয়েছ'', ''ক্যালসিয়াম কম''কিন্তু যদি এই ঘটনা নিয়মিত হয়? তাহলে কি স্বাভাবিক? কী বলছেন চিকিৎসকরা? চিকিৎসকেরা সতর্ক করছেন, বারবার পেশিতে টান শরীরের গুরুতর সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে। মার্কিন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ 'Dr Dmitry Yaranov' এক সাক্ষাৎকারে জানান, পায়ের টান সব সময় স্বাভাবিক নয়। তাঁর বক্তব্য, ''টান কখন হচ্ছে, কতক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে, হাঁটার সময় বাড়ছে কি নাএই সব তথ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।'' বিশেষ করে হাঁটার সময় পেশিতে ব্যথা বা টান শুরু হয়ে বিশ্রামে কমে গেলে সেটি পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজের লক্ষণ হতে পারে অর্থাৎ পায়ে রক্তপ্রবাহ কমে যাওয়া। রক্তনালীর সমস্যা ও টান: চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজে আক্রান্তদের একটি বড় অংশ হাঁটার সময় পায়ে ব্যথা বা টান অনুভব করেন, যাকে ক্লডিকেশন বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ এই সমস্যায় ভুগছেন, বিশেষত ডায়াবেটিস ও ধূমপানের ইতিহাস থাকলে ঝুঁকি বাড়ে। ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি: শরীরে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম বা ক্যালসিয়ামের ঘাটতিতেও পেশি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়। 'জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউরোলজি'-তে প্রকাশিত

এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদি ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতি থাকলে রাতের পায়ের টান বেড়ে যায়। হার্ট ফেলিওর ও রক্তসঞ্চালন: হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়। এতে পায়ে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিনের রক্তসঞ্চালন সমস্যা পেশিতে অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি করে, যার ফলে ব্যথা বা টান দেখা দেয়।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: কোলেস্টেরল কমানোর ওষুধ বা ডাই ইউরেটিকস পেশির টান বাড়াতে পারে। কখন সতর্ক হবেন? সপ্তাহে একাধিকবার টান ধরলে হাঁটলে বাড়ে, বিশ্রামে কমে বুঝলে

পায়ের ত্বক ঠান্ডা বা বিবর্ণ হলে ক্ষত শুকোতে সময় লাগলে

এর মধ্যে কোনও লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ভারত-কাম্বোডিয়ার বহুমুখী সহযোগিতা বৃদ্ধির আলোচনা

ফনম পেন, ২৩ মার্চ(আইএএনএস): ভারত ও কাম্বোডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল সোমবার। বিদেশ মন্ত্রকের পূর্ব এশিয়া বিষয়ক সচিব পি কুমারান কাম্বোডিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী প্রাক সোখোন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় ও উন্নয়ন সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করার পথ খোঁজা হয়েছে।

এছাড়া কাম্বোডিয়ার সংস্কৃতি ও চারুকলা মন্ত্রী ফোয়েউরং স্যাকোনা-র সঙ্গেও বৈঠক করেন কুমারন। ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পায়।

এর আগে কুমারন সিয়েম রিপে অবস্থিত তা প্রোহম মন্দির পরিদর্শন করেন, যেখানে ভারতের ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ মন্দিরটির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের কাজ করছে। ইতিমধ্যে দুটি পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে।

তিনি বিশ্বের বৃহত্তম প্রাচীন মন্দির কমপ্লেক্স আংকর ওয়াট-ও পরিদর্শন করেন, যা ভারত-কাম্বোডিয়ার যৌথ সভ্যতার ঐতিহ্যের প্রতীক। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ভারতই প্রথম এই মন্দিরের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছিল।

এছাড়া কুমারন মেকং-গঙ্গা সহযোগিতা এশিয়ান ট্র্যাডিশনাল টেক্সটাইল মিউজিয়ামও ঘুরে দেখেন, যেখানে মেকং-গঙ্গা অঞ্চলের সমৃদ্ধ বস্ত্র ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে।

গত সপ্তাহে তিনি কাম্বোডিয়ার এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গেও বৈঠক করেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন খি শোভনরত্ন। সেখানে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে এই ধারাবাহিক বৈঠকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে এনডিএ আসন সমঝোতা চূড়ান্ত, বিজেপি লড়বে ২৭ আসনে

চেন্নাই, ২৩ মার্চ(আইএএনএস): আসন্ন তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ জোটের আসন সমঝোতা চূড়ান্ত করল সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কাজগম (এআইএডিএমকে)। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের আসন বণ্টনের ঘোষণা করা হলেও, এআইএডিএমকের নিজেদের লড়া আসনের সংখ্যা এখনও জানানো হয়নি।

জোটের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ২৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পাশাপাশি পাত্তালি মাক্কাল কাচ্চি (পিএমকে) পেয়েছে ১৮টি আসন এবং আম্মা মাক্কাল মুন্নেত্রা কাজাগাম (এএমএমকে), যার নেতৃত্বে রয়েছেন টি. টি. ভি. দিনাকরণ, তারা লড়বে ১১টি আসনে।

চূড়ান্ত বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির তামিলনাড়ু নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত পীযূষ গোয়াল চেন্নাই পৌঁছন, যার পরেই এই ঘোষণা করা হয়।

তবে এআইএডিএমকের নিজেদের আসন সংখ্যা এখনও অনিশ্চিত। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিত্রদলগুলিকে সন্তুষ্ট রাখার পাশাপাশি নিজেদের শক্ত ঘাঁটি ধরে রাখতে অভ্যন্তরীণ আলোচনা এখনও চলছে।

উল্লেখ্য, আসন সমঝোতা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে জোটের মধ্যে জট তৈরি হয়েছিল। বিজেপি প্রথমে ৫০টির বেশি আসন দাবি করেছিল, যার মধ্যে চেন্নাইয়ের টি নগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রও ছিল। কিন্তু এআইএডিএমকে জানায়, অতিরিক্ত আসন ছাড়লে তাদের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে।

এই অচলাবস্থা কাটাতে এআইএডিএমকের সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাদি কে. পালানিস্বামী গত সপ্তাহে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন।

অন্যদিকে বিরোধী শিবিরেও জোট গঠনের তৎপরতা জোরদার হয়েছে। শাসক দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম ইতিমধ্যেই কংগ্রেসকে ২৮টি আসন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি-কে ৫টি আসন দিয়েছে।

তবে কংগ্রেস ৩৯টি পছন্দের আসনের তালিকা জমা দেওয়ায় ডিএমকে-র সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি সিপিএম ও ডিএমডিকে-র সঙ্গে আলোচনাও চলছে।

দুই জোটের মধ্যেই আসন সমঝোতা নিয়ে টানাপোড়েন স্পষ্ট, যা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণকে আরও জটিল করে তুলছে।

ব্রিকস চেয়ারম্যান হিসেবে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে ভারত: জয়শঙ্কর

মস্কো/নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): ব্রিকসের চেয়ারম্যান হিসেবে ভারত 'মানবতা-প্রথম' ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। সোমবার 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড রাশিয়া: টুওয়ার্ডস আ নিউ বিল্যাটারাল অ্যাজেন্ডা' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

জয়শঙ্কর বলেন, "ভারত ব্রিকসের চেয়ারম্যান হিসেবে মানবতা-প্রথম ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোয় যৌথ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করতে আগ্রহী।"

একইসঙ্গে মস্কোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের কৌশলগত সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন-এর ভারত সফর দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে। দক্ষ কর্মীর চলাচল, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা, সমুদ্র সহযোগিতা, সার, বাণিজ্য, শিক্ষা ও মিডিয়াএকাধিক নতুন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো হয়েছে।

দুই দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৬৮.৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে বলেও জানান তিনি। এই লক্ষ্য পূরণে ভারত-ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন-এর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত সম্পন্ন করা, অ-শুল্ক বাধা কমানো এবং দক্ষ ভারতীয় কর্মশক্তির ব্যবহার বাড়ানোর উপর জোর দেন জয়শঙ্কর।

ভারত-রাশিয়ার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, যোগ, আয়ুর্বেদ, শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ক্রমশ গভীর হচ্ছে। গত বছর রাশিয়ার কালমিকিয়ায় শাক্যমুনি বুদ্ধের পবিত্র ধাতুর প্রদর্শনী এই সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রমাণ।

জয়শঙ্কর জানান, রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবার্গ ও কাজানে ভারতের নতুন কনস্যুলেট খোলার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

বর্তমান বহুমেরু বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্রিকস, এসসিও, জি২০ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়া তিনি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ-কে শুভেচ্ছা জানান এবং বলেন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পঞ্জাবে প্রাক্তন মন্ত্রী ললজিৎ সিং ভূল্লার গ্রেফতার, আধিকারিকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

চণ্ডীগড়, ২৩ মার্চ (আইএএনএস) : পঞ্জাব স্টেট ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনের এক আধিকারিকের মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার গ্রেফতার করা হল আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা ও প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী লালজিৎ সিং ভুল্লার-কে। পুলিশ মাণ্ডি গোবিন্দগড় শহর থেকে তাঁকে আটক করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার একটি মামলা দায়ের করা হয়, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কর্পোরেশনের জেলা ম্যানেজার গগনদীপ সিং রান্ধাওয়া আত্মহত্যা করেন। অভিযোগ, তিনি মন্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়রানি ও চাপের মুখে ছিলেন।

জানা গিয়েছে, অমৃতসরের বাড়িতে শনিবার সেলফোস খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন রণধাওয়া। মৃত্যুর আগে তিনি মোবাইলে ১২ সেকেন্ডের একটি ভিডিও রেকর্ড করেন, যেখানে তিনি জানান, মন্ত্রী ভুল্লারের ভয়ে তিনি এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং আর বাঁচবেন না।

মৃত রণধাওয়ার পরিবারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, যিনি একজন সরকারি স্কুল শিক্ষিকা, এবং তিন সন্তান।

এই ঘটনায় প্রাক্তন মন্ত্রী ভুল্লারের পাশাপাশি তাঁর বাবা সুখদেব ভুল্লার এবং ব্যক্তিগত সহকারী দিলবাগ সিং-এর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৮ (আত্মহত্যায় প্ররোচনা), ৩৫১ (ফৌজদারি ভয় দেখানো) এবং ৩(৫) (সাধারণ অভিপ্রায়) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, "পঞ্জাব আমার কাছে একটি পরিবার। আইন ভাঙলে কারও রেহাই নেইসে যত প্রভাবশালীই হোক বা আমার ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

মৃতের স্ত্রী উপিন্দর কৌর অভিযোগ করেছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, তাঁর বাবা ও পিএ মিলে তাঁর স্বামীকে মারধর করেন এবং আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পঞ্জাব বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখর এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানের ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই। তিনি দাবি করেন, ভুক্তভোগী পরিবারের ন্যায়বিচারের জন্য বিজেপি সব স্তরে লড়াই করবে।

অন্যদিকে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া কংগ্রেসের প্রতিবাদে সামিল হয়ে বলেন, "এটি শুধু একটি পরিবারের লড়াই নয়, বরং পঞ্জাবে সৎ আধিকারিকদের সুরক্ষা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচারের বৃহত্তর লড়াই।"

এই ঘটনাকে ঘিরে পঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

NOTICE INVITING QUOTATION

The undersigned on behalf of the Govt. of Tripura invites sealed covered quotation in plain paper from bona-fide suppliers/registered LAMPS/ PACS/Drug license holders of Kanchanpur North Tripura/ etc. for requirement of medicines during the financial year 2026-27.
The suppliers are requested to submit their quotation with mentioning less percentage from the MRP rates of the services.
The quotation should be super scribed by the words SUPPLY OF MEDICINE AT SUPERINTENDENT OF KANCHANPUR SUB-JAIL.
The sealed quotation will be received from 10 AM to 4 PM at office of the undersigned on or before 28/03/2026.
The sealed quotation will be opened on 29/03/2026 at 4 PM.
TERMS AND CONDITIONS
(A) 1. All documents should be updated otherwise the quotation will be cancelled.
(B) Required documents
1. The license issued by Health Department.
2. The trade license.
3. IT clearance certificate.
4. GST clearance certificate.
5. PAN Card of proprietor/Agency.
6. Aadhaar Card of proprietor/Agency.
7. Beneficiary ID/ Account No. of proprietor/Agency.

Superintendent Kanchanpur
Sub-jail North Tripura
ICA/C-4952/26

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব।

এদিকে, লমান পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ভারতের সামনে একাধিক অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অর্থনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও মানবিক দিকসব ক্ষেত্রেই এই সংকটের প্রভাবের কথা তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক এবং তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা এই সংঘাতের প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনে পড়ছে। তিনি জানান, এই বিষয়ে আগে সংসদে বক্তব্য রেখেছেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

তিনি বলেন, এই সংঘাত ভারতের জন্য অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও মানবিকতিন দিক থেকেই চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও প্রভাবিত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, যা এই পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল ভারতের বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ এবং দেশের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস এই অঞ্চল থেকেই আসে। পাশাপাশি প্রায় এক কোটি ভারতীয় উপসাগরীয় দেশগুলিতে বসবাস ও কর্মরত, যা ভারতের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে।তিনি আরও বলেন, বাণিজ্যিক জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য, ফলে সমুদ্রপথের নিরাপত্তাও বড় চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে।ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই আক্রান্ত দেশগুলিতে থাকা প্রত্যেক ভারতীয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি নিজে দুই দফায় পশ্চিম এশিয়ার একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং সকলেই ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন।তবে এই সংকটে কিছু ভারতীয়ের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে তিনি জানান। আক্রান্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে ভারতের সমস্ত মিশন ২৪ ঘণ্টা কাজ করে ভারতীয়দের সহায়তা করছেতারা শ্রমিক হোক বা পর্যটক, সকলকেই সাহায্য করা হচ্ছে।শেষে তিনি জোর দিয়ে বলেন, যে কোনও সংকট পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।অপরদিকে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি ভারতীয় নিরাপদে দেশে ফিরেছেন বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপসাগরীয় দেশগুলিতে প্রায় এক কোটি ভারতীয় বাস ও কাজ করেন। পাশাপাশি ওই অঞ্চলের সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাবিক কর্মরত থাকায় পরিস্থিতি ভারতের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি জানান, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই আক্রান্ত দেশগুলিতে থাকা ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি নিজে একাধিকবার পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস পেয়েছেন।তবে এই সময় কিছু ভারতীয়ের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।তিনি বলেন, বিদেশে কর্মরত শ্রমিক থেকে শুরু করে পর্যটকসব ভারতীয়কেই সহায়তা করছে সংশ্লিষ্ট দেশের ভারতীয় মিশনগুলি।প্রধানমন্ত্রী জানান, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যে ৩.৭৫ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র ইরান থেকেই প্রায় ১,০০০ জন ফিরেছেন, যাদের মধ্যে ৭০০-রও বেশি চিকিৎসা শিক্ষার্থী।ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে উপসাগরীয় দেশগুলির ভারতীয় স্কুলে নির্ধারিত দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করেছে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই)। তাদের পড়াশোনা যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যে কোনও সঙ্কটের সময়ে দেশ ও বিদেশে ভারতীয়দের নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।" তিনি আশ্বস্ত করেন, সরকার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজন হলে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

ভৎসনা হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

পরিবহণে সবরকম সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আইনসম্মতভাবে পশু পরিবহণে বাধা দেওয়ার কোনও বিধিবদ্ধ ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই।শুনানির সময় বিচারপতি সরকারের যুক্তি খারিজ করে প্রশ্ন তোলেন, ত্রিপুরায় যেখানে পশুখাদ্যের দাম কেজি প্রতি প্রায় ২৪.৭০ টাকা, সেখানে অন্য রাজ্যে তা মাত্র ১ টাকাএই অজুহাতে আগে পশুখাদ্য দিতেও অস্বীকার করা হয়েছে। একইসঙ্গে পশুগুলি স্থানান্তরের অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে না। এ অবস্থায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যক গবাদি পশুর জন্য পর্যাপ্ত জমি ও ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা সরকার করবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত।সরকারি আইনজীবীর সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে বিচারপতি আরও বলেন, আজ যদি আবেদনকারী সংস্থা এই রাজ্য ছেড়ে চলে যায়, তবে বর্তমানে যে হাজার হাজার গবাদি পশুর দায়িত্ব তারা নিয়েছে, তার জন্য কি সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করবে?সরকারি পক্ষ 'সম্ভবত করবে' বলে জানালে আদালত বিস্ময় প্রকাশ করে এবং বলে, সুনির্দিষ্ট উত্তর না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে পরিবহণের অনুমতি আটকে রাখা হচ্ছে।আদালত আরও জানায়, পূর্বে রাজ্য সরকার দাবি করেছিল যে গবাদি পশুগুলি রাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে বণ্টন করা হবে। তবে প্রচলিত আইন প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস (কেস প্রপার্টি অ্যানিম্যালসের যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধি, ২০১৭-তে এমন কোনও বিধান নেই। পাশাপাশি ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচারের ঘটনাও উদ্বেগজনক, ফলে ব্যক্তিগত হাতে তুলে দিলে পশুগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলেও মন্তব্য করে আদালত।আবেদনকারী সংস্থার পক্ষে আইনজীবী হরিশ পান্ড্য জানান, রাজ্য তাদের জবাবি হলফনামায় এই ধরনের কোনও যুক্তিই আগে তুলে ধরেনি। এ নিয়ে আদালত রাজ্যকে 'খণ্ড খণ্ডভাবে' জবাব দেওয়ার কারণও জানতে চায়।উল্লেখ্য, ধ্যান ফাউন্ডেশন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিএসএফ উদ্ধার করা প্রায় ২,১০০টি গবাদি পশুর দেখভাল করছে এবং ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়ায় তাদের গোশালায় প্রায় ২২,০০০ পশু রয়েছে। সংস্থার দাবি, ঝাড়খণ্ডে উন্নত পরিকাঠামো, কম খরচে খাদ্য এবং নিরাপত্তার দিক থেকে সুবিধা থাকায় পশুগুলিকে সেখানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।আদালত সংস্থার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে জানায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে জোর করে পশুগুলিকে এখানে আটকে রাখা নিষ্ঠুরতার শামিল। একইভাবে দীর্ঘ সময় পরিবহণ আটকে রাখাও পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। তাই নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছাতে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গাড়ি আটক

● প্রথম পাতার পর

বাইপাস সড়কে সন্দেহজনক একটি গাড়ির গতিবিধি নজরে আসে ট্রাফিক পুলিশের। এরপরই গাড়িটিকে অনুসরণ করতে শুরু করে পুলিশ। কিছুদূর ধাওয়া করার পর চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জাতীয় সড়কে গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয় তারা।গাড়িটি থামানো হলে এক যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাঁর নাম রোহিত বলে জানা গেছে। তবে গাড়ির চালক তথা মালিক সাগর শুক্লদাসকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিকাশ সিনথিয়া। পাশাপাশি বিশালগড় থানার পুলিশ এবং সিভিল প্রশাসনের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বর্তমানে আটক গাড়িটিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটের সঠিক পরিমাণ গণনা করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, গণনা প্রক্রিয়া শেষ হলে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পালিয়ে যাওয়া যুবককে আটক করতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের এই সাফল্যকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আইপিএফটির

● প্রথম পাতার পর

রিয়াং, মহারাণীপুর- তেলিয়ামুড়া আসনে ধনঞ্জয় রিয়াং, রামচন্দ্রঘাট আসনে স্বপন দেববর্মা, সিমনা-তোমাকাড়ি আসনে রাজেন্দ্র দেববর্মা, আমতলী-গোলাঘাটি আসনে বিকাশ দেববর্মা, অম্পিনগর আসনে যশোদারানি জামাতিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা লরবেন। তেমনি, ২৪-রাইমা ভ্যালি আসন থেকেচরণবসী ত্রিপুরা, ২৫-নতুন বাজার আসন থেকেপ্রণব ত্রিপুরা এবং ২৬-বীরচন্দ্রনগট আসন থেকে জিতিরাম ত্রিপুরাকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

P'NIET No.: 167/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 19/03/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center in Tripura during the Comprehensive Annual Maintenance period, for following work:

DNIeT No:	102/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of work :	Incidental repairing, Comprehensive AMC and operation for 2 (Two) years of RO plant connected to CSSD installed at New Super Speciality Building, AGMC and GBP Hospital. Agartala.
Estimated Cost :	Rs/ 77,97,896.00
Time of Completion :	740(Seven hundred forty) days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 15,958.00
Last date and time of submission of bid :	27/03/2026 Upto 15.00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-4956/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

ত্রিপুরা সরকার
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর

ড.বি. আর আম্বেদকরের ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী ২০২৬ রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ভারতের সংবিধানের প্রণেতা ড. বি. আর আম্বেদকরের ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে একটি রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রবন্ধটি অবশ্যই বাংলায় লিখতে হবে এবং ১০০০ (এক হাজার) শব্দের মধ্যে হতে হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ১০,০০০/-,৭,০০০/- এবং ৫,০০০/- টাকা পুরস্কৃত করা হবে।

এই প্রতিযোগিতায় শুধু মাত্র বিদ্যালয় স্তর (নবম থেকে দ্বাদশ) এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বর্তমানে পাঠরত সমস্ত ছাত্র ছাত্রী অংশ গ্রহন করতে পারবে।

প্রবন্ধের বিষয়:
বিদ্যালয় স্তর (নবম থেকে দ্বাদশ) ড. বি. আর আম্বেদকরের শিক্ষা জীবন।
মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর: গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ড. বি. আর আম্বেদকর।

প্রতিযোগি/প্রতিযোগিনীগণ তাদের লিখিত প্রবন্ধের সহিত নিজ নিজ নাম, ঠিকানা। মোবাইল নং এবং নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Identity Card/ Fee Card সহ আগামী ১৮ ই এপ্রিল, ২০২৬ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিট এর মধ্যে Director, SC Welfare Department, Govt. of Tripura, Gurkhabasti, P.N Complex, P.O: Kunjaban, Pin:-৭৯৯০০৬, অফিসে সরাসরি জমা দিতে পারবেন অথবা Email: directorscw@gmail.com এর মাধ্যমেও পাঠাতে পারবেন। আগামী ১৮/০৪/২০২৬ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিটের পর কোনও প্রবন্ধ জমা রাখা হবে না অথবা কোনও মেইল গৃহীত হবে না।

ICA/D-2174/26

নিবেদক
জয়ন্ত দে
অধিকর্তা, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

১৩ জন

● প্রথম পাতার পর

মানুষের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। পথচারীরা রাস্তায় বেরোতে দ্বিধা বোধ করছেন।

সারমেয় একে একে মহিলা সহ মোট তেরো জনকে কামড়ে রক্তাক্ত করার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা কমলপুর জুড়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। ঘটনার পর তাদের বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ১২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রাখা হয়েছে।

পুশ ব্যাক

● প্রথম পাতার পর

আজ সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ প্রহরমুড়া সীমান্তের ১০৪/১২ নম্বর গেট দিয়ে ওই দুই ব্যক্তিকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, খোয়াই থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার, মোহনপুরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসকসহ বিএসএফের অন্যান্য আধিকারিকেরা।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ওই দুই ব্যক্তি বেড়াতে গিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে তারা ধরা পড়েন। পরবর্তীতে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, সীমান্ত সংক্রান্ত আইন মেনে চলার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করা হচ্ছে, যাতে এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে এড়ানো যায়।

পরিষদীয় মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করে বলেন, সেখানে সিপিআই(এম)-এর একটি পার্টি অফিস ৫৫৬ বর্গফুট খাস জমি দখল করে তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২০১৮ সালে উচ্ছেদের নির্দেশ জারি করা হলেও সিপিআই(এম) তা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে, কিন্তু আদালত সেই নির্দেশ বহাল রাখে।

এই ইস্যুতে বিধানসভায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে সরগরম হয়ে ওঠে পুরো অধিবেশন।

বাসন্তি পূজা

● প্রথম পাতার পর

যাতে পূজা শুরু হওয়ার আগেই প্রতিমাগুলি প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করা যায়। মূর্তি তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কোথাও রঙের শেষ ছোঁয়া, কোথাও সাজসজ্জার কাজ চলছে জোরকদমে। প্রতিটি মণ্ডপে যেন দেবীকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতে মরিয়া শিল্পীরা।

তিন প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ

● প্রথম পাতার পর

মিছিলের মাধ্যমে সমর্থকদের নিয়ে তিনি ধর্মনগরের রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে পৌঁছে মনোনয়ন জমা দেন। মিছিলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রে দাবি, সিপিআই(এম) ও কংগ্রেসের পূর্ববর্তী মিছিলের তুলনায় বিজেপির এই মিছিল আকারে অনেক বড় ছিল, যা উপনির্বাচনের আগে শক্তি প্রদর্শনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, জহর চক্রবর্তী ২০১৩ সালেও এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, যদিও সে সময় তিনি পরাজিত হন। তবে এবার দল পুনরায় তাঁর উপরই আস্থা রেখেছে। অন্যদিকে, সিপিআই(এম) ও কংগ্রেস প্রার্থীরাও নির্বাচনে কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলবেন বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

এদিকে, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে আজ ৩ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জহর চক্রবর্তী, আই,এন.সি. মনোনীত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য এবং এস.ইউ.সি.আই (সি) প্রার্থী সঞ্জয় চৌধুরী। তারা তাদের মনোনয়নপত্র ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরীর হাতে তুলে দেন।

উল্লেখ্য যে, আজ মনোনয়নপত্র দাখিল করার শেষ দিন ছিলো। মোট ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়।

অপরদিকে, ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে ঘিরে সরগরম উত্তর জেলার সদর শহর ধর্মনগর। সোমবার এক বর্ণাঢ্য মিছিলের মধ্য দিয়ে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কংগ্রেস প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য। রাজ্যে আসন্ন উপনির্বাচনের দামামা বেজে যাওয়ার মধ্যেই এদিন ধর্মনগরে বিশাল শক্তি প্রদর্শন করে কংগ্রেস। সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হয় সুসজ্জিত মিছিল। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা শহর। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মিছিলটি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছায়। সেখানে মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরীর কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে এসে চয়ন ভট্টাচার্য জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ কংগ্রেসের পাশেই থাকবে।

হাজার হাজার সমর্থকের এই জমায়েতকে উপনির্বাচনের আগে কংগ্রেসের বড়সড় শক্তি প্রদর্শন হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। এখন দেখার, এই জনসমর্থন ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে।

পুলিশি বাধা

● প্রথম পাতার পর

পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। চারটি দাবি হলোঅস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী করা, বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদান, কেন্দ্রীয় শ্রম কোড কার্যকর না করা এবং ছাঁটাই হওয়া সমস্ত কর্মীদের পুনর্বহাল করা।পরবর্তী সময়ে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, স্বাধীনতার পর দেশের মানুষ বহু সরকার দেখেছে, কিন্তু বর্তমান সরকারের মতো জনবিরোধী ও শ্রমিকবিরোধী সরকার আগে কখনও দেখা যায়নি।তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষের কল্যাণে চালু হওয়া একাধিক প্রকল্প ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ শ্রমজীবী, অথচ তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার উদাসীন।মানিক সরকারের বক্তব্যে উঠে আসে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন ভবিষ্যতেও জারি থাকবে এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

বিধিনিষেধ আরোপ

● প্রথম পাতার পর

সীমান্তের ১ কিলোমিটার এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। জেলাশাসক ও সমাহর্তা বি.এন.এস.এস. ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। ২৩ মার্চ, ২০২৬ থেকে এই আদেশ কার্যকর হয়েছে এবং ২২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধাসামরিক এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার, ধলাই জেলার অন্তর্গত মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরি সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণ এবং অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বি.এন.এস. ২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর-পূর্বে বিদেশি ভাড়াটে চক্রান্ত ফাঁস, স্থানীয় নেটওয়ার্কে নজর এনআইএ-র

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): উত্তর-পূর্ব ভারতে বিদেশি ভাড়াটে জঙ্গি কার্যকলাপের বড়সড় চক্রান্ত ফাঁস করেছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। এক মার্কিন ভাড়াটে ম্যাথিউ অ্যারন ভ্যানডাইক এবং ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিককে গ্রেফতারের পর সামনে এসেছে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের ইঙ্গিত।

এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা মায়ানমার-ভিত্তিক জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দিত। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও স্থানীয় সহযোগীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সংস্থা। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে, এই নেটওয়ার্কে আরও অন্তত ৯ জন জড়িত থাকতে পারে।

তদন্তকারীদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতকে বিদেশি ভাড়াটেদের করিডর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল এই চক্রের। ভারত-মায়ানমার সীমান্ত এলাকাকে ব্যবহার করে শুধু প্রশিক্ষণই নয়, অন্যান্য দেশেও হামলার জন্য জঙ্গি তৈরি করা হচ্ছিল।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ)-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়ার তথ্যও মিলেছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, ইউরোপ থেকে ড্রোন ও জ্যামিং যন্ত্রাংশ পাচার করে আনা হয়েছিল, এবং পর্যটক ভিসাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

গোয়েন্দা সূত্রে আরও জানা গেছে, ২০২৪ সাল থেকেই সক্রিয় ছিল এই চক্র। তারা নিয়মিত মায়ানমারে গিয়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে প্রশিক্ষণ দিত এবং উন্নত প্রযুক্তির সরঞ্জাম সরবরাহ করত।

গোয়েন্দা ব্যুরো-এর এক আধিকারিক জানান, এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক প্রবণতা এবং নেটওয়ার্কটি যতটা দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বড়। উত্তর-পূর্ব, বিশেষ করে মিজোরামে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বহু বিদেশি 'পর্যটক'-এর আনাগোনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ২০২৪ সালে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। ঘটনার পর থেকে উত্তর-পূর্বে আগত বিদেশিদের উপর নজরদারি আরও জোরদার করা হবে বলে জানা গেছে। এনআইএ গত তিন মাস ধরে এই চক্রের উপর নজর রাখছিল। রাশিয়ার কাছ থেকে প্রথম তথ্য পাওয়ার পর নজরদারি বাড়ানো হয় এবং তারপরই এই অভিযান চালানো হয়।

তদন্তকারীদের মতে, মিজোরামের ছিদ্রযুক্ত সীমান্ত বিদেশি ভাড়াটেদের জন্য সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় মায়ানমারের কিছু গোষ্ঠীর সহায়তায় তারা সহজেই প্রশিক্ষণ ও পাচার কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির আশঙ্কা, উত্তর-পূর্বে আবারও জঙ্গি কার্যকলাপ বাড়ার ইঙ্গিত মিলছে। বিদেশি নাগরিকদের জড়িত থাকা এই চক্রান্তের গভীরতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতাও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয় নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লোকসভায় ২০২৬ সালের ফিন্যান্স বিল পেশ, কর কাঠামোয় পরিবর্তনের পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস) : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সোমবার লোকসভায় ফিন্যান্স বিল, ২০২৬ পেশ করলেন। এই বিল পাশ হলে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে ঘোষিত প্রস্তাবগুলির আইনি কার্যকারিতা নিশ্চিত হবে।

বিলটি কার্যকর হলে আয়কর হার, শুল্ক এবং আবগারি শুল্ক সংক্রান্ত একাধিক পরিবর্তন বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে।

একইসঙ্গে অর্থমন্ত্রী লোকসভায় 'কর্পোরেট আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬'ও উত্থাপন করেন। নিম্নকক্ষ বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র কাছে খতিয়ে দেখার জন্য পাঠানোর অনুমোদন দেয়।

এই সংশোধনী বিলের লক্ষ্য হল 'লিমিটেড লাইবিলিটি পার্টনারশিপ আইন, ২০০৮' এবং 'কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩'-এ পরিবর্তন এনে ব্যবসা করা সহজ করা, ছোটখাটো অপরাধকে অপরাধমুক্ত করা, ফৌজদারি ধারার পরিবর্তে দেওয়ানি জরিমানার বিধান আনা এবং ক্ষুদ্র সংস্থা, স্টার্টআপ ও কৃষক-উৎপাদক সংস্থাগুলির উপর নিয়মকানুনের চাপ কমানো।

তবে বিরোধীরা এই বিলের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তেওয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায় এবং ডিএমকের ডঃ টি. সুমাথি অভিযোগ করেন, এই বিল কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা-এর বিধানকে দুর্বল করতে পারে।

এই অভিযোগের জবাবে নির্মলা সীতারামন বলেন, সংশোধনীটি বিনিয়োগ বাড়াতে সাহায্য করবে এবং কর্পোরেট সুশাসনকে আরও শক্তিশালী করবে।

তিনি জানান, দীর্ঘ দু'বছরের আলোচনা ও বিভিন্ন মহলের মতামত নেওয়ার পর এই বিল আনা হয়েছে। শিল্প সংগঠন, পেশাদার প্রতিষ্ঠান, আইন ও হিসাবরক্ষণ বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ মানুষের মতামত বিবেচনা করা হয়েছে।

সরকার গঠিত কোম্পানি আইন কমিটি-র সুপারিশের ভিত্তিতেই এই সংশোধন আনা হয়েছে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত ১১ সদস্যের এই কমিটিতে টি.কে. বিশ্বনাথন, উদয় কোটক, শার্দুল এস. শ্রফ, জি. রামাস্বামী এবং সিদ্ধার্থ বিড়লা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন। ২০২২ সালের ২১ মার্চ কমিটি তাদের শেষ রিপোর্ট জমা দেয়।

এই সুপারিশগুলি পরে উচ্চপর্যায়ের নন-ফিনান্সিয়াল রেগুলেটরি রিফর্মস কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়, যার চেয়ারম্যান ছিলেন রাজীব গৌবা।

উল্লেখ্য, উগাদি ও ঈদ উপলক্ষে বিরতির পর সোমবার সকাল ১১টায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব পুনরায় শুরু হয়েছে। ছুটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংসদ ২৮ ও ২৯ মার্চও অধিবেশন চালাবে।

'নতুন কিছু বলেননি' পশ্চিম এশিয়া ইস্যুতে মোদির বক্তব্যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস) : লোকসভায় পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বক্তব্যে তেমন নতুন কিছু নেই বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদরা। একই সঙ্গে এই বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার দাবি পুনরায় জানায় কংগ্রেস।

সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "আজ প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতে নতুন কিছু নেই। আমরা আলোচনার জন্য নোটিস দিয়েছি। এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি, যাতে সব পক্ষ নিজেদের মতামত জানাতে পারে।"

এদিন লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত সত্ত্বেও দেশে তেল ও গ্যাসের সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্য কেন্দ্র সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, আগের তুলনায় ভারত এখন শক্তির উৎস অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় করেছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, আগে যেখানে ভারত ২৭টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করত, এখন তা বেড়ে ৪১টি দেশে পৌঁছেছে। তিনি আরও বলেন, দেশের মোট এলপিজি চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ আমদানিনির্ভর, তাই সরবরাহে অনিশ্চয়তার মধ্যে গৃহস্থালির এলপিজি গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া দেশে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি, সারা দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সবসময় শান্তি ও কূটনীতির পক্ষে। বেসামরিক পরিকাঠামো, জ্বালানি ক্ষেত্র এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছে ভারত। তিনি উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক জলপথবিশেষ করে হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা অগ্রহণযোগ্য।মোদি বলেন, "সংলাপ ও কূটনীতিই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। উত্তেজনা কমানো এবং সংঘাতের অবসান ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য।"এই ইস্যুকে ঘিরে সংসদের ভিতরে ও বাইরে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত রয়েছে।

অসম বিধানসভা নির্বাচনে ৯ এপ্রিল সরকারি ছুটি ঘোষণা

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস) : আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে আগামী ৯ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করল অসম সরকার। সোমবার জারি হওয়া এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

অসমের সাধারণ প্রশাসন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে এবং ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১-এর ধারা ২৫ অনুযায়ী এই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অসমের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নির্দেশ অনুসারে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

গুয়াহাটি বিমানবন্দরে টার্মিনাল-২ চালু, অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবায় বড় পরিবর্তন

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ : উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান বিমানবন্দর লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এ নবনির্মিত টার্মিনাল-২ (টি২) চালুর ফলে অভ্যন্তরীণ বিমান পরিষেবায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে এই টার্মিনাল থেকে অভ্যন্তরীণ উড়ান চালু হয়েছে।

বর্তমানে স্পাইসজেট, অ্যালায়েন্স এয়ার, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, এয়ার ইন্ডিয়া এবং আকাসা এয়ার টার্মিনাল-২ থেকে তাদের পরিষেবা পরিচালনা করছে। অন্যদিকে ইন্ডিগো এবং আন্তর্জাতিক উড়ান আপাতত টার্মিনাল-১ থেকেই চালু রয়েছে, যা ধাপে ধাপে টার্মিনাল-২-এ স্থানান্তর করা হবে। যাত্রীদের ভ্রমণের আগে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার সঙ্গে টার্মিনাল সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

টার্মিনাল-২ চালু হওয়ার ফলে বিমানবন্দরটির বার্ষিক যাত্রী ধারণক্ষমতা বেড়ে ১ কোটি ৩১ লাখে পৌঁছেছে, যা গুয়াহাটিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমান যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী করেছে। এর ফলে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি, পর্যটন বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন টার্মিনালে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিজিযাত্রা-সক্ষম ই-গেট, সেলফ ব্যাগ ড্রপ কাউন্টার, ফুল-বডি স্ক্যানার এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা। এছাড়াও পার্কিং এলাকা ও আগমন ফোরকোর্টে চেক-ইনের মতো সুবিধা যাত্রীদের যাতায়াতকে আরও সহজ করেছে।

টার্মিনালের নকশায় আসামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। বাঁশ-অনুপ্রাণিত অন্দরসজ্জা, অর্কিড-থিমের স্তম্ভ এবং ঐতিহ্যবাহী অসমীয়া জাপি মোটিফ এই টার্মিনালকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। পাশাপাশি এক লক্ষেরও বেশি দেশীয় গাছপালা নিয়ে তৈরি 'স্কাই ফরেস্ট' যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও মনোরম করে তুলেছে।

এই টার্মিনালটি নির্মাণ করেছে আদানি এয়ারপোর্ট হোল্ডিংস লিমিটেড, যারা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

গত তিনটি অর্থবছরে ৪৫.৭৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজ্যের বিভিন্ন নদী এবং ছড়ার পাড় ভাঙ্গন রোধের কাজ সম্পন্ন হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ: গত তিনটি অর্থবছরে পূর্ত দপ্তরের জলসম্পদ বিভাগ ৪৫.৭৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজ্যের বিভিন্ন নদী এবং ছড়ার পাড় ভাঙ্গন রোধের কাজ সম্পন্ন করেছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৯৮.৪০ কোটি টাকা। এই কাজগুলি হয়েছে ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ত্রিপুরার বিভিন্ন নদী এবং ছড়ার পাড় ভাঙ্গন রোধের জন্য ২২০.৪২ কোটি টাকা অর্থমূল্যের মোট ৩৭.৯৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০২৬-২৭ সালে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে নদী এবং ছড়ার পাড় ভাঙ্গন রোধে ৩০.৬০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জন্য মোট ১৯৪.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় রেফারেন্স পিরিয়ডে বিধায়ক স্বপ্না দাস পালের জনস্বার্থে আনা একটি জরুরি নোটিশের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানান।

গ্যাস সিলিন্ডার কালোবাজারি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (আইএএনএস): গ্যাস সিলিন্ডারের কালোবাজারি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারগুলিকে আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই নির্দেশ দেন।

বিশ্বজুড়ে চলা জ্বালানি সংকটের সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু চক্র কালোবাজারি ও মজুতদারিতে যুক্ত হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার পর্যন্ত দেশজুড়ে ৩,৫০০টি তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। এর ফলে বিহার, হরিয়ানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১,২০০টিরও বেশি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের সংকটের সময় কিছু মানুষ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সমস্ত সংস্থাকে সতর্ক রাখা হয়েছে। উপকূল নিরাপত্তা, সীমান্ত নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং কৌশলগত স্থাপনাগুলির সুরক্ষা আরও জোরদার করা হয়েছে।

তিনি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথাও স্মরণ করে বলেন, যেমনভাবে দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই সংকট মোকাবিলা করেছিল, তেমনভাবেই বর্তমান পরিস্থিতির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই যুদ্ধের কারণে বিশ্ব পরিস্থিতি দীর্ঘদিন কঠিন থাকতে পারে। তাই আমাদের ধৈর্য, সংযম ও শান্ত মন নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।"

এছাড়াও তিনি সতর্ক করেন, এই সময়ে ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। এমন প্রচেষ্টা রুখতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। রাজ্য সরকারগুলির উদ্দেশে তিনি বলেন, "এই ধরনের সময়ে কালোবাজারি ও মজুতদারি বেড়ে যায়। তাই কঠোর নজরদারি জরুরি। যেখানে এমন অভিযোগ উঠবে, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।"

শেষে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে কাজ করলে যেকোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব।

শহিদ দিবসে আগরতলায় পদযাত্রা, যুবসমাজের প্রতি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল বার্তা

আগরতলা, ২৩ মার্চ ২০২৬: "মাই ভারত, মাই রেসপনসিবিলিটি" এই ভাবনাকে সামনে রেখে শহিদ দিবসে আজ আগরতলায় আয়োজিত হল বিশেষ পদযাত্রা। মাই ভারত কেন্দ্রের উদ্যোগে এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের মহান শহিদ ভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু এবং সুখদেব থাপারের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। শহিদদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলেন বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী।

সকাল ৮টা নাগাদ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের তোরণ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে প্রায় ৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে উমাকান্ত স্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয়। পদযাত্রায় মোট ১২০ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন ৭৫ জন পুরুষ এবং ৪৫ জন মহিলা। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও সক্রিয়তা যুবসমাজের দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ববোধের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সম্মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ শীল এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। তিনি পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে পদযাত্রার সূচনা করেন এবং উপস্থিত যুবকদের দেশ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

এর আগে, ২২ মার্চ ২০২৬ তারিখে একটি শ্রমদান কর্মসূচির (পরিচ্ছন্নতা অভিযান) আয়োজন করা হয়, যেখানে ২২ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজসেবা ও পরিচ্ছন্নতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

সমগ্র কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে দেশের শহিদদের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে যুবসমাজকে দেশ গঠনের দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করার একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করা হয়।

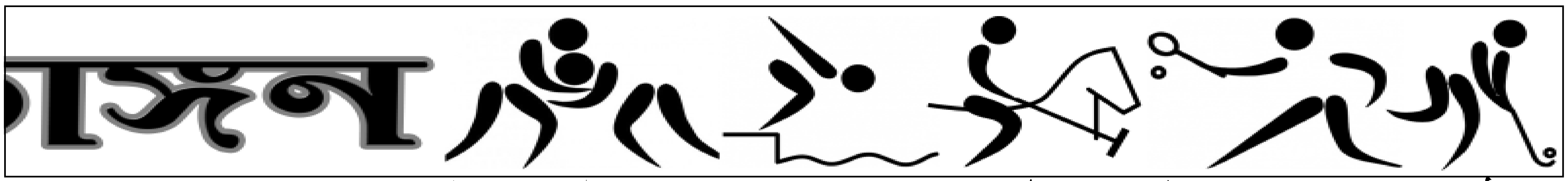

জয়রথ অব্যাহত ওল্ড প্লে সেন্টারের মৌচাককে হারিয়ে লিগ শীর্ষে রোহনরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সন্তোষ মেমোরিয়াল 'এ' ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি)। সোমবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মৌচাক ক্লাবকে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করে নিল তারা। এটি টুর্নামেন্টে ওল্ড প্লে সেন্টারের চতুর্থ জয় এবং টানা তৃতীয় সাফল্য। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল মৌচাকের ব্যাটিং। এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টারের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে মৌচাক ক্লাব। মাত্র ১১১ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে প্রিয়াংশ মিত্র সর্বোচ্চ ২৫ রান করলেও বাকিরা ক্রিজে থিতু হতে পারেননি। ওল্ড প্লে সেন্টারের হয়ে বল হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন রোহন বিশ্বাস। তিনি ৮.৩ ওভারে মাত্র ১৩ রান খরচ করে ৩টি উইকেট দখল করেন। এছাড়া দিপেন বিশ্বাস ১৯ রানে ৩টি এবং রাজেশ কুমার ভারতী ২৪ রানে ২টি উইকেট নিয়ে মৌচাকের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন।ওল্ড প্লে সেন্টারের দাপুটে ব্যাটিং ছিল লক্ষ্য করার মতো। ১১২ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টারের দুই ওপেনার রাহুল চন্দ্র সাহা এবং অনুজ কুমার জয়ের ভিত মজবুত করে দেন। রাহুল সাহা ৫৮ বলে ৫৪ রান (৪টি চার ও ৪টি ছয়) এবং অনুজ কুমার ৬৩ বলে ৫২ রান (৩টি চার ও ৪টি ছয়) করে অপরাজিত থাকেন। মাত্র ২১.৫ ওভারেই ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ওল্ড প্লে সেন্টার। মৌচাকের হয়ে একমাত্র উইকেটটি পান যশ বৈষ্ণব।বোলিংয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ওল্ড প্লে সেন্টারের রোহান বিশ্বাস ম্যাচ সেরার পুরস্কার লাভ করেন। ৬ ম্যাচে ৪টি জয় নিয়ে এই মুহূর্তে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে এক নম্বর স্থানটি পাকা করে নিল ওল্ড প্লে সেন্টার। এক নজরে ওল্ড প্লে সেন্টারের জয়যাত্রা: ৭ মার্চ: কসমোপলিটনের বিরুদ্ধে ১৪১ রানে জয়।১৮ মার্চ: ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয়।২১ মার্চ: বিসিসি-র বিরুদ্ধে ১১১ রানে জয়।২৩ মার্চ: মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে জয়।

লক্ষ্মণের দুর্দান্ত শতকে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখল কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ক্রিকেটে কসমোপলিটন ক্লাবের জয়যাত্রা ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। সোমবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সন্তোষ মেমোরিয়াল 'এ' ডিভিশন ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পোলস্টারকে ৪২ রানে পরাজিত করল তারা। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে শুরু করলেও, এটি কসমোপলিটানের টানা চতুর্থ জয়। এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচে ৪টি জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানে উঠে এল তারা।

এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় কসমোপলিটন ক্লাব। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তারা ৩০৩ রানের এক বিশাল পাহাড় দাঁড় করায়। ইনিংসের মূল নায়ক ছিলেন লক্ষ্মণ কুমার। তিনি মাত্র ১২৭ বলে ১৩৩ রানের একটি চোখধাঁধানো ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ছিল ১০টি চার ও ৩টি বিশাল ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন বাবুল দে, যিনি ৭০ বলে ৫৯ রান (২টি চার ও ১টি ছয়) করেন। পোলস্টারের পক্ষে সৌরভ কার ১০ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে একাই ৫টি উইকেট নিলেও কসমোপলিটানের রানের গতি আটকাতে পারেননি।৩০৪ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে পোলস্টার ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৬১ রানেই থমকে যায়। পোলস্টারের হয়ে ওপেনার সন্দীপ মিত্তাল ১২৭ বলে ১২৪ রানের এক অনবদ্য লড়াকু ইনিংস খেলেন (৭টি চার ও ৬টি ছয়)। তবে মিডল অর্ডারে কেউ বড় ইনিংস খেলতে না পারায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় পোলস্টার। কসমোপলিটানের হয়ে দানবীর পাল ৪৪ রানে ৩টি এবং সৌরভ কর ৪৮ রানে ২টি উইকেট নিয়ে পোলস্টারের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান।ব্যাট হাতে বিধ্বংসী ১৩৩ রান করার সুবাদে কসমোপলিটান ক্লাবের লক্ষ্মণ কুমার ম্যাচ সেরার পুরস্কার লাভ করেন। টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্যায়েও এই ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া কসমোপলিটান শিবির।এক নজরে কসমোপলিটান ক্লাবের অশ্বমেধের ঘোড়া: ৭ মার্চ: ওপিসির কাছে ১৪১ রানে পরাজিত (প্রথম ম্যাচ)।১২ মার্চ: বিসিসি-র বিরুদ্ধে ৮১ রানে জয়।১৪ মার্চ: ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে ১৩৯ রানে বিশাল জয়।১৬ মার্চ: চলামন সংঘের বিরুদ্ধে ১০ রানে শ্বাসরুদ্ধকর জয়। ২৩ মার্চ: পোলস্টারের বিরুদ্ধে ৪২ রানে জয়।

চন্দন-সম্রাটের ব্যাটে রানের পাহাড় বিসিসি-কে হারিয়ে জয়ের ধারায় চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সন্তোষ মেমোরিয়াল 'এ' ডিভিশন ক্রিকেটের ২১তম ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিল চলমান সংঘ। বিসিসি-কে ৪৪ রানে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের চতুর্থ জয় নিশ্চিত করল তারা। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ৪টি জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল চলমান।রানের পাহাড় গড়ল চলমান।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে চলমান সংঘ। দলের হয়ে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন চন্দন রায়। তিনি মাত্র ৪২ বলে ৬৫ রানের এক ঝড়ো ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৪টি চার ও ৫টি বিশাল ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন সম্রাট সিংহ, যিনি ৬৮ বলে ৫৪ রান (৬টি চার ও ১টি ছয়) করেন। বিসিসি-র বোলারদের মধ্যে অনুজ পাল ৩৩ রানে ২টি এবং সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৩৭ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।২৭৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে বিসিসি নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৩০ রানেই থমকে যায়। বিসিসি-র হয়ে একাই লড়াই চালান সিদ্ধার্থ দেবনাথ। তিনি ৭২ বলে ৭৩ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন (৯টি চার), তবে অন্য প্রান্ত থেকে যোগ্য সমর্থন না পাওয়ায় দলকে জয় এনে দিতে পারেননি। চলমান সংঘের পক্ষে কৃষ্ণধন নম ৯ ওভারে ৫২ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। শেষ পর্যন্ত ৪৪ রানে ম্যাচ জিতে নেয় চলমান সংঘ।ব্যাট হাতে ঝোড়ো ৬৫ রান করার সুবাদে চলমান সংঘের চন্দন রায় ম্যাচ সেরার পুরস্কার লাভ করেন। টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে চলমান সংঘ এখন ট্রফির অন্যতম দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করল।চলমান সংঘের সাম্প্রতিক সাফল্য: ৯ মার্চ: পোলস্টারের বিরুদ্ধে ১ উইকেটে রোমাঞ্চকর জয়।১৪ মার্চ: মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে ১ উইকেটে জয়।২১ মার্চ: ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে বিশাল জয়।২৩ মার্চ: বিসিসি-র বিরুদ্ধে ৪৪ রানে জয়।

প্রস্তুতি ম্যাচে অশান্তি সানরাইজার্সে! কে এই বোলার?

আইপিএলে উদ্বোধনী ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সামনে গত বারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ম্যাচের ছ'দিন আগেই কি অশান্তির আঁচ ঈশান কিষানের দলে? প্রশ্নটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বের সবথেকে বড় দামি লিগ শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচে দেখা গেল, ঈশান কিষানকে আউট করে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে 'সেন্ড অফ' সেলিব্রেশন করছেন তরুণ লেগস্পিনার জিশান আনসারি।

শনিবার ইন্ট্রা-স্কোয়াড প্র্যাকটিস ম্যাচে নেমেছিল সানরাইজার্স। নিজেদের দলকে এসআরএইচ এ এবং এসআরএইচ বি দলে ভাগ করে প্রস্তুতি ম্যাচ আয়োজিত হয়। বি দলের অষ্টম ওভারে এই ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় ঈশানের সঙ্গে ব্যাটিং করছিলেন লিয়াং লিভিংস্টোন। ওই ওভারে বল করছিলেন জিশান। প্রথম চার বলে ২০ রান তোলেন বাঁহাতি ভারতীয় তারকা। যার মধ্যে দু'টি চার, দু'টি ছক্কা। তবে পঞ্চম বলে একটি ফুল লেংথ ডেলিভারিতে আউট হন ঈশান। আউটের পরেই চূড়ান্ত উত্তেজিত হয়ে আঙুলের ইশারায় সেন্ড অফ করেন জিশান। এমনকী তাঁর কাছে এসে কিছু একটা বলেন। যদিও হাসি মুখেই সাজঘরের রাস্তায় হাঁটা দেন ঈশান। সোশাল মিডিয়ায় প্রস্তুতি ম্যাচের এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অনেকেরই প্রশ্ন, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যদি এই ছবি দেখা যায়, তাহলে আইপিএলের সময় কী হবে? অনেকে আবার দলের অধিনায়কের প্রতি জিশানের আচরণের নিন্দা করেছেন। একদল বলছেন, পুরো বিষয়টা নিজেদের মধ্যে। দু'জনেই পেশাদার ক্রিকেটার। তাই দুই ক্রিকেটারই হয়তো ঝামেলা মিটিয়ে নিয়েছেন।

ভারতের বিশ্বজয়ের অভিযানে আগুনে ফর্মে ছিলেন ঈশান কিষান। এবার আইপিএলেও নেতৃত্ব সানরাইজার্সকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার। প্যাট কামিন্স দলে যোগ দিতে পারেননি। সেই কারণে শুরুর দিকে কিছু ম্যাচের জন্য ঈশানকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে কাব্য মারানের দল। প্রায় দু'বছর জাতীয় দলে ছিলেন না। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত পারফর্ম করেছেন ঈশান। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি ট্রফিতে তাঁর নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড চ্যাম্পিয়ন হয়। সেই টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারও হন ঈশান। তার সুবাদেই ভারতের বিশ্বকাপ দলে ডাক পান।

১২ পাক বললে ১৫ পাক দৌড়বেন, উত্থানের নেপথ্যে কঠোর পরিশ্রমকেই কৃতিত্ব হার্দিকের, মুম্বইয়ের হয়ে ষষ্ঠ আইপিএল জিততে চান

শুরু করেছিলেন নিখাদ ব্যাটার হিসাবে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম এবং বাড়তি খিদের কারণেই নিজেকে অলরাউন্ডার এবং সফল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। জানালেন হার্দিক পাণ্ড্য। আইপিএলের আগে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজের উঠে আসার নেপথ্যকাহিনি শুনিয়েছেন হার্দিক। স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মুম্বইয়ের হয়ে আবার আইপিএল জিততে চান।

২০১৩-য় রঞ্জি অভিষেক থেকে ২০১৫-য় আইপিএলে সুযোগ, দীর্ঘ যাত্রা পেরিয়েছেন হার্দিক। ভারতের হয়ে দু'টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। জাতীয় দলে জায়গা মজবুত করেছেন। বিতর্কে জড়ালেও সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

রবিবার এক অনুষ্ঠানে হার্দিক বলেন, "ছোটবেলায় ১৭-১৯ বছর শুধু ব্যাটার হিসাবেই খেলেছি। আমি একটা জিনিস জানতাম, লোককে ১২ পাক দৌড়তে বললে নিজে ১৫ পাক দৌড়ব। হঠাৎ করেই আমি কারও নজরে পড়ে গিয়েছিলাম এবং এক বছর পর রঞ্জি খেলে ফেলেছিলাম।"পথ দেখিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই পথে এ বার হাঁটল রাজস্থান রয়্যালস। পাকিস্তান সুপার লিগে সই করা পেসার ব্লেসিং মুজারাবানিকে সই করিয়েছে কেকেআর। এ বার দাসুন শনকাকে সই করাল রাজস্থান। তিনিও নাম লিখিয়েছিলেন পাকিস্তান সুপার লিগে। আইপিএলের হাতছানিতে পাকিস্তান সুপার লিগকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন একের পর এক ক্রিকেটার।

আইপিএলের আগে চোট পেয়েছেন রাজস্থানের অলরাউন্ডার স্যাম কারেন। পাওয়া যাবে না তাঁকে। কারেনের পরিবর্ত হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক শনকাকে সই করিয়েছে রাজস্থান। আইপিএলের নিলামে দল পাননি শনকা। ফলে পাকিস্তান সুপার লিগের দল লাহৌর কলন্দর্সে সই করেছিলেন তিনি। সেখান থেকে শনকা চলে আসছেন আইপিএল খেলতে।

আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল কেকেআর। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে বাদ দিতে বাধ্য হয় কেকেআর। তার প্রতিবাদে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করে বাংলাদেশ। মুস্তাফিজুরের পরিবর্ত হিসাবে মুজারাবানিকে নেয় কেকেআর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভাল খেলেছিলেন মুজারাবানি। জিম্বাবোয়ে সুপার এইট থেকে বিদায় নিলেও তিনি ১৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে ৮৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ১০৬টি উইকেট রয়েছে তাঁর। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলে বেড়ান তিনি। ফলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও রয়েছে। সেই কারণে জিম্বাবোয়ের পেসারকে নিয়েছে কেকেআর। নতুন দল পেয়ে পাকিস্তানের লিগ ছেড়ে চলে এসেছেন মুজারাবানি।

তবে এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে ছিলেন মুজারাবানি। অবশ্য আইপিএল খেলার জন্য পাকিস্তান সুপার লিগের চুক্তি ভাঙার ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। গত মরসুমে একই ভাবে পেশোয়ার জালমির চুক্তি ভেঙে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সই করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অলরাউন্ডার করবিন বশ। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আটকাতে আইনি পদক্ষেপ করার কথা ভাবছেন পিসিবি কর্তারা। পিএসএল কর্তৃপক্ষ মুজারাবানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছর মুজারাবানি পিএসএল খেলতে পারবেন না। একই ঘটনা ঘটতে পারে শনকার সঙ্গেও। তাতে যে ক্রিকেটারদের খুব একটা হেলদোল নেই, তা পর পর একই ঘটনা থেকে প্রমাণিত।সাদা বলের ক্রিকেটে এখন জাতীয় দলের অলরাউন্ডার তিনি। ব্যাটে-বল দু'টিতেই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন। নিজের উত্থানের নেপথ্যে মুম্বইকেও কৃতিত্ব দিয়েছেন হার্দিক। বলেছেন, "ওদের স্কাউটিং দল শুধু রঞ্জি ম্যাচ দেখতে আসেনি, বুঝেছিল আমার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা আছে। এটাই মুম্বইয়ের স্কাউটিং দলের অভিনবত্ব। আমাকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। নিজের শরীর সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। যতই আপনাকে অন্য কেউ ধাক্কা দিক, নিজেকেই পরিশ্রম করতে হবে। পৃথিবী যতই উপর-নীচ হয়ে যাক। আমি কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী। তরুণদেরও সেটাই বলি।"

গত বার পঞ্জাবের কাছে এলিমিনেটরে হেরেছিল মুম্বই। এ বার ষষ্ঠ ট্রফিই পাখির চোখ। মুম্বইয়ের অধিনায়ক বলেছেন, "মুম্বইয়ের হয়ে ছ'নম্বর ট্রফিটা জিততে চাই। এই দলটার আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। সমর্থকেরাই মুম্বইয়ের হৃৎস্পন্দন। প্রথম বার খেলার সময় যে আবেগ ছিল সেটাই এ বার দেখাতে চাই।"

'পেট্রল শর্টেজ লিগ!' জ্বালানির সঙ্কটে পাকিস্তান সুপার লিগ ধাক্কা খেতেই খোঁচা এক দেশের ক্রিকেট বোর্ডের

সমস্যায় পড়েছে পাকিস্তান সুপার লিগ। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সঙ্কট হয়েছে। ফলে ছয় শহরের বদলে দুই শহরে লিগ আয়োজন করার কথা জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। দর্শকশূন্য মাঠে হবে খেলা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের লিগকে খোঁচা দিয়েছে আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

এক্স হ্যান্ডলে আইসল্যান্ড বোর্ড লিখেছে, "পিএসএল এগিয়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ ক্রিকেট ভক্তেরা মুখিয়ে রয়েছেন। আমরা বরাবর ভাবতাম, পিএসএল কথার অর্থ কী। এ বার বুঝেছি। পিএসএল মানে পেট্রল শর্টেজ লিগ।"

আইসল্যান্ড বোর্ডের এই পোস্ট ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। বেশির ভাগই এই পোস্টকে মজার ছলে দেখছেন। তাঁদের মতে, নকভি নিজেই বলেছেন যে, বাড়তি তেলের খরচ বাঁচাতে ছয় শহরের বদলে দুই শহরে প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। তা হলে ভুল তো কিছু বলেনি আইসল্যান্ড বোর্ড। যদিও পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

রবিবারই নকভি জানিয়েছেন, ২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত চলা পাকিস্তান সুপার লিগ এ বার দুই শহরে হবে। লাহৌর ও করাচিতে হবে পাকিস্তান সুপার লিগের সব ম্যাচ। লাহৌরে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, তা-ও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তাঁদের আশা, ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার শেষ দিকে মাঠে দর্শকদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হতে পারে।

নকভি জানিয়েছেন, সুরক্ষার কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সূচি মেনেই পাকিস্তান সুপার লিগ হবে। কিন্তু ৩০ হাজার দর্শকের জীবন বিপন্ন করতে পারি না। তাই যত দিন এই সমস্যা চলছে, তত দিন দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে। এই সিদ্ধান্ত কঠিন ছিল। বাধ্য হয়ে আমাদের নিতে হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও হবে না।"

দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হওয়ায় পাকিস্তান সুপার লিগের দলগুলির যে ক্ষতি হবে, তা পূরণ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নকভি। যাঁরা ইতিমধ্যেই টিকিট কেটেছেন, তাঁদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি। নকভি জানিয়েছেন, যেহেতু দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে, তাই ছয় শহরে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই। তাতে বাড়তি তেলের খরচও বাঁচবে। সেই কারণেই দুই শহরে প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে।

টিএফএ-এর কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত এবারকার কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২৫ মার্চ থেকে। এবারকার আসরে মোট ১৭টি দল অংশ নিচ্ছে। চারটি গ্রুপে দলগুলোকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তিনটি গ্রুপে চারটি করে দল এবং একটি গ্রুপে পাঁচটি দলকে রাখা হয়েছে। লীগ পর্যায়ে মোট ২৮ টি ম্যাচ হবে। ৮ এপ্রিল গ্রুপ ডি পর্যায়ের ম্যাচ শেষে ৯ই এপ্রিল থেকে শুরু হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। ১১ এপ্রিল সেমিফাইনাল ম্যাচের পর ১২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ। মূল পর্বের খেলা গুলো হবে নকআউট পর্যায়ের। টুর্নামেন্টের প্রতিটি খেলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলেও ২৫ মার্চ, বুধবার, উদ্বোধনী দিনে রাখা হয়েছে একটি ম্যাচ। ২৫ মার্চ বেলা সাড়ে তিনটায় সুধন্য দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুল কোচিং সেন্টার এবং আগরতলা সিটি ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ দিয়ে এবার শুরু হবে কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট।। টিএফএ-র পক্ষ থেকে বিশেষ করে কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অমিত দেব সম্প্রতি চূড়ান্তভাবে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি ম্যাচ ৩০-১০-৩০ মিনিট মেথডে অনুষ্ঠিত হবে। এই সিঙ্গেল লিগ কাম নকআউট কাজল স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য টিএফএ-র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় যাওয়া হয়েছে।

তিন নম্বরে ব্যাট করার পরিকল্পনা, আইপিএলে তবুও চাপে থাকবেন পন্থ, বলছেন ডু'প্লেসি

এবার আর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কোনওরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে নারাজ ঋষভ পন্থ। লখনউ সুপার জায়ান্টসের অধিনায়ক ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের শুরু থেকেই তিন নম্বরে ব্যাট করার পরিকল্পনা করেছেন। গত মরশুমে রেকর্ড পরিমাণ অর্থে লখনউয়ে এসেছিলেন ঋষভ। প্রায় ২৭ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছিল লখনউ। একইসঙ্গে তাঁকে অধিনায়কও করা হয়েছিল। কিন্তু সেভাবে পারফর্মই করতে পারেননি ঋষভ। গোটা টুর্নামেন্টে একটি মাত্র সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। শেষদিকে লখনউ অধিনায়ক তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। সেই ব্যাটিং অর্ডারই এবার ধরে রাখতে চান।

এবারের আইপিএল ঋষভের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে ভারতীয় টেস্ট দলে জায়গা পাকা রয়েছে তাঁর। বাকি দুই ফরম্যাটে তাঁর জায়গা হাতছাড়া হয়েছে। সঞ্জু স্যামসন এবং ঈশান কিষানের উত্থানের কারণে ভারতের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ঋষভের জায়গা বর্তমানে নেই। ওয়ানডে-তে ব্যাক আপ কিপার হিসাবে তিনি সুযোগ পাচ্ছেন। আসন্ন আইপিএল তাই ঋষভের কাছে অগ্নিপরীক্ষার মতো। সাদা বলের ফরম্যাটে নিজের জায়গা ফিরে পেতে হলে তাঁকে সফল হতেই হবে। তবে ঋষভ যদি তিন নম্বরে নামেন, তাহলে তাদের অন্যতম সেরা ব্যাটার নিকোলাস পুরানকে চার অথবা পাঁচে নেমে যেতে হবে।

লখনউ শিবির একটি সূত্রে জানাচ্ছে, "টিম ম্যানেজমেন্ট এবং ঋষভ একটা বিষয়ে সহমত হয়েছে যে, লখনউ অধিনায়কের জায়গা তিনেই। শুরুতে এডেন মার্করাম ও মিচেল মার্শ খেলবেন। চারে হয়তো পুরানকে দেখা যাবে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন হতে পারে।" গত মরশুমে ঋষভ ১৩৩.১৭ স্ট্রাইক রেটে মোট রান করেছিলেন ২৬৯। যা মোটেই ঋষভ-সুলভ ছিল না। লখনউয়ের বোলিং বিভাগও গতবছর ভুগিয়েছিল। ময়ঙ্ক যাদব ও মহসিন খানের মতো পেসাররা চোটের জন্য খেলতে পারেননি। সূত্রটি জানাচ্ছে, "ব্যাটিং মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বোলিং বিভাগ আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো। ময়ঙ্ক ফিট। তবে ওকে আরও বেশি বল করতে হবে। আমাদের আশা, ময়ঙ্ক অবশ্যই টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থার মর্যাদা দেবে।"

তবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক ফাফ ডু'প্লেসি মনে করেছেন, আসন্ন আইপিএলে সবথেকে বেশি চাপে থাকবেন ঋষভ। তিনি বলেছেন, "আমার তো মনে হয়, এবারের আইপিএলে সবথেকে চাপে থাকা ক্রিকেটারের নাম ত্ব কিছু খেলোয়াড় আছে, যারা প্রভূত অর্থ পেলেও চাপে পড়ে না। নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারে। আবার কেউ কেউ পারে না। আমার ধারণা, গত মরশুমে ঋষভের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটাই ঘটেছিল। ওর গত আইপিএল মোটেই ভালো যায়নি। দলও ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, এই মরশুমে ও শুরু থেকেই চাপে থাকবে। প্রত্যাশাও রয়েছে প্রচুর। অধিনায়ক হিসাবে ওর প্রথম কাজ হবে রানে ফেরা। যদি আপনি অধিনায়ক হিসাবে রান করতে পারেন, তাহলে চাপ এমনিতেই কমে যায়। এরপরে আসে দলগত পারফরম্যান্স। যা গত মরশুমে লখনউ করতে পারেনি। দু'টি ক্ষেত্রেই ওরা ব্যর্থ হয়েছিল।"

আকাশদীপের পরিবর্ত পেয়ে গেল কেকেআর, ভারতের হয়ে এশিয়া কাপে খেলা পেসার যোগ দিচ্ছেন শাহরুখের দলে

একের পর এক পরিবর্ত বেছে নিতে হচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। প্রথমে মুস্তাফিজুর রহমানের বদলে ব্লেসিং মুজারাবানিকে সই করিয়েছিল তারা। এ বার আকাশদীপের পরিবর্ত পেয়ে গেল কেকেআর। পিঠের চোটে আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন আকাশদীপ। আপাতত বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে সুস্থ হচ্ছেন তিনি। তাঁর পরিবর্তে এক বাঁহাতি পেসারকে নিচ্ছে কেকেআর। ইতিমধ্যেই কলকাতা শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি।০০:০৬

আকাশদীপের পরিবর্তে বিদর্ভের পেসার সৌরভ দুবেকে নিচ্ছে কেকেআর। এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করলেও 'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই কলকাতা এসে অনুশীলন শুরু করেছেন ২৮ বছরের এই বাঁহাতি পেসার।

আইপিএলে এখনও অভিষেক না হলেও আইপিএলের দলের থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে সৌরভের। ২০২২ সালের আইপিএলে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁকে কিনেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। অর্থাৎ, প্যাট কামিন্সের মতো পেসারকে কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। এ বারের নিলামে সৌরভের ন্যূনতম মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। কেউ কেনেনি তাঁকে। শেষ পর্যন্ত আকাশদীপের পরিবর্ত হিসাবে সুযোগ পাচ্ছেন তিনি।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বিদর্ভের হয়ে খেলেন সৌরভ। আটটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ১৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। নতুন বলে সুইং করাতে পারেন সৌরভ। পাশাপাশি ভারতীয় দলে খেলারও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০১৯ সালে ভারতের এমার্জিং এশিয়া কাপের দলে ছিলেন সৌরভ। প্রথম ম্যাচে নেপালের বিরুদ্ধে ২৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় তিন ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন সৌরভ।

আকাশদীপের পরিবর্ত হিসাবে সৌরভকে নেওয়া হলে আরও একটি সমস্যা মিটবে কেকেআরের। মুস্তাফিজুর চলে যাওয়ায় দলে বাঁহাতি পেসারের অভাব তৈরি হয়েছিল। সেই অভাব মেটাতে পারবেন সৌরভ। তবে এখনও হর্ষিত রানার পরিবর্ত নেয়নি কেকেআর। আর এক পেসার মাথিশা পাথিরানার জন্যও অপেক্ষা করছে শাহরুখ খানের দল। সোম ও মঙ্গলবার তাঁর ফিটনেস পরীক্ষা হওয়ার কথা। তার পরেই পাথিরানাকে আইপিএলে খেলার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। যদি পাথিরানা খেলতে না পারেন, তা হলে আরও একটি পরিবর্ত খুঁজতে হবে কেকেআরকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

তিন বছরে এনডিপিএস মামলায় ২৯৭৯ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ : ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানিক সাহা সোমবার বিধানসভায় জানিয়েছেন, মাদক পাচার রোধে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই তথ্য দেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত তিন বছরে মাদক সংক্রান্ত (এনডিপিএস) মামলায় মোট ২,৯৭৯ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৪টি চূড়ান্ত রিপোর্টও জমা পড়েছে।

বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০২৩ সালে ২১৯ জন অভিযুক্তের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ১৬ জন দোষী সাব্যস্ত হয়। এদের মধ্যে দু'জনকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং চারজনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সাতজনকে ছয় মাস পর্যন্ত সাধারণ কারাদণ্ড ও জরিমানার শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালে মামলার নিষ্পত্তির সংখ্যা বেড়ে ৫২৫ জনে পৌঁছায়, যার মধ্যে ২৩ জন দোষী সাব্যস্ত হয়। আদালত দুইজনকে ১৫ বছর এবং তিনজনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে, পাশাপাশি আরও কয়েকজনকে কম মেয়াদের কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০২৫ সালে আরও অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। ওই বছরে ৩৭৫ জন অভিযুক্তের বিচার সম্পন্ন হয় এবং দোষী সাব্যস্তের সংখ্যা বেড়ে ৬০-এ দাঁড়ায়। শাস্তির মধ্যে ২০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং একাধিক ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে, যা কঠোর আইন প্রয়োগ ও উন্নত প্রসিকিউশনের প্রতিফলন, তিনি যোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, উচ্চ আদালতেও সক্রিয়ভাবে আপিল করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে খালাসের বিরুদ্ধে দুটি আপিল হাইকোর্ট মঞ্জুর করে পুনর্বিচারের জন্য সিপাহিজলার বিশেষ এনডিপিএস আদালতে পাঠানো হয়েছে। একইভাবে ২০২৫ সালে ২১টি এমন আপিল মঞ্জুর হয়ে পুনরায় বিচার প্রক্রিয়ায় ফেরত গেছে।

মাদক পাচার রোধে সরকারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানিক সাহা বলেন, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নিয়ে একটি অ্যান্টি-নারকোটিক্স টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ ও মামলার কার্যকারিতা বাড়ানো হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, মাদক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর আইনি ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিই সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।

ধন্বন্তরী স্কিল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা বিল বিধানসভায় গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে আজ "ধন্বন্তরী স্কিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১১ অফ ২০২৫)" গৃহীত হয়। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য বিলটি উত্থাপন করেন। আলোচনার পর বিলটি গৃহীত হয়।

আগরতলায় শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিংয়ের ৯৬তম প্রয়াণ দিবস পালিত

আগরতলা, ২৩ মার্চ : সোমবার আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর ৯৬তম প্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।এই উপলক্ষে পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। দিবসটি যৌথভাবে পালন করেছে ডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস।অনুষ্ঠানে সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ শহীদ ভগৎ সিংয়ের আত্মত্যাগ ও বিপ্লবী চেতনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। তারা দেশের যুবসমাজকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান।দিবসটি উপলক্ষে উপস্থিত সকলেই শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

কৈলাসহরে 'ক্লিন হোস্টেল গ্রীন হোস্টেল' কর্মসূচি, পুরস্কৃত ১৫টি এসটি হোস্টেল

কৈলাসহর, ২৩ মার্চ : ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ঊনকোটি কলা ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে 'ক্লিন হোস্টেল গ্রীন হোস্টেল' প্রকল্পের অধীনে এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মসূচি মূলত সরকারি এসটি হোস্টেলগুলিব. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত হয়।অনুষ্ঠানে কুমারঘাটের ১১টি এবং কৈলাসহরের ৪টি মোট ১৫টি হোস্টেল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় জেলার মধ্যে সেরা দুটি হোস্টেলকে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৩০,০০০ টাকা এবং আরও দুটি হোস্টেলকে দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে ২০,০০০ টাকার চেক ও সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হয়।এছাড়াও, উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য দুইজন প্রধান শিক্ষক ও দুইজন হোস্টেল সুপারভাইজারকে ২০,০০০ টাকার চেক এবং ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে গোলকপুর টি গার্ডেনের পক্ষ থেকে মনোমুগ্ধকর ঝুমুর নৃত্য পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন হোস্টেলের পরিবেশ ও উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্গ সাহা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এস কার্জন হালাম, জেলার উপ-শিক্ষা আধিকারিক রাজেশ দেববর্মা, মহকুমা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক মতিরঞ্জন দেববর্মা, জেলা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক রেশমি দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ত্রিপুরায় অর্গানিক বিপ্লব, ৩ বছরে রপ্তানি ৮.৭৯ কোটি টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা: ত্রিপুরার কৃষকেরা যারা অর্গানিক চাষে যুক্ত আছেন, তারা ইতিমধ্যেই এর সুফল পাচ্ছেন। গত তিন বছরে রাজ্য থেকে অর্গানিক পণ্যের মাধ্যমে ৮.৭৯ কোটি টাকার রপ্তানি করা হয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে।

এটি আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য জানায়।

মন্ত্রী জানান মানব সম্পদই সবচেয়ে বড় সম্পদ, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রাকৃতিক ও অর্গানিক চাষের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বলেন অর্গানিক চাষ আগে থেকেই ছিল। এখানে আমরা কোনো কীটনাশক বা রাসায়নিক ব্যবহার করি না; এটিকে প্রাকৃতিক চাষও বলা হয়। কোভিড কালীন সময়ে মানুষ অর্গানিক চাষের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার বুঝতে পেরেছে। প্রাকৃতিক বা অর্গানিক চাষে, ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আমাদের রাজ্যে কেবল ২৪ জমি চাষযোগ্য, তাই খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা ৫০,০০০ হেক্টর জমিকে অর্গানিক ও প্রাকৃতিক চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা করছি।

প্রাকৃতিক ও অর্গানিক চাষকে সামনে রেখে, কেন্দ্র সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য 'মিশন অর্গানিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০ কেন্দ্রীয় অর্থায়ন প্রদান করেছে।

মন্ত্রী আরও জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরায় ২,০০০ হেক্টরে অর্গানিক চাষ শুরু হয়েছিল, যা গত আট বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬,৫০০ হেক্টরে পৌঁছেছে।

২০১৬-১৭ সালে কেবল সুগন্ধি চাল, হলুদ, আনারস, আদা ও মরিচ স্ব-উপভোগের জন্য চাষ করা হতো। বর্তমান সরকারের অধীনে আমরা চাষের এলাকা সম্প্রসারিত করেছি, এবং বর্তমানে প্রায় ২৬,৮৮৪ কৃষক অর্গানিক চাষে যুক্ত। আগে যেখানে ১৩২টি অর্গানিক ক্লাস্টার ছিল, তা এখন ১,২৭৬। ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি (চঞ্চঞ্চ) সংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ৪৯ হয়েছে। বর্তমানে সুগন্ধি চাল, আনারস, বার্ড আই চিলি, গন্ধরাজ লেবু, তিল, কাঁঠাল, কমলা সহ আরও বহু ফসল চাষ করা হচ্ছে। আমরা বিগ বাস্কেট (কলকাতা), মাদার ডেইরি (দিল্লি), সিকিম, ব্যাঙ্গালোর এবং ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অর্গানিক লিমিটেডের মতো বহিরাজ্যের এবং অন্যান্য দেশের কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের পণ্য রপ্তানি করছি।

তিনি বলেন গত তিন বছরে রাজ্য থেকে ২৯.৫৮ মেট্রিক টন সুগন্ধি চাল, ৫০১ মেট্রিক টন আদা, ৫২.৫০ মেট্রিক টন হলুদি, ১৭.১০ মেট্রিক টন বার্ড আই চিলি, ৩২.৫৬ মেট্রিক টন লেবু এবং ৫৫৪ মেট্রিক টন আনারস অন্য রাজ্য ও বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এফপিসি কৃষকদের সহায়তা করে এবং আমরা ৫০টি পরিবহন যান এফপিসি-কে প্রদান করেছি। গত তিন বছরে অর্গানিক পণ্যের মাধ্যমে ৮.৭৯ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে। এখন কৃষকরা অর্গানিক চাষের সুফল পাচ্ছেন, এবং আমরা আয়কে দ্বিগুণ করার জন্য কাজ করছি।

বর্তমানে ১০টি অর্গানিক আউটলেট খোলা হয়েছে, এবং আরও খোলা হবে।

রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পানীয়জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর মিশন মুডে কাজ করে চলেছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ: রাজ্যের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পানীয়জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর মিশন মুডে কাজ করে চলেছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমার আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, গভীর নলকূপ, স্বল্প ব্যাসের গভীর নলকূপ, সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও উদ্ভাবনীমূলক (ইনোভেটিভ) প্রকল্প ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তরকে বাঁচাতে জল সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিয়ে পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দপ্তর বিভিন্ন এলাকায় নদী, ছড়া, জলাধার এবং ঝর্ণার জলকে কেন্দ্র করে অনেক সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে এবং আরও কয়েকটির কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পগুলি ব্যয় সাপেক্ষ এবং সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় বেশি ব্যয়িত হয়। এরপরেও পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় সারফেস ওয়াটারকে প্রাধান্য দিয়ে এই সমস্ত প্রকল্প তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, এই রাজ্যের বাৎসরিক ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণের মাত্র ১০.০৬ শতাংশ জল ব্যবহারের জন্য উত্তোলন করা হয়। রাজ্যে সারফেস ওয়াটারকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা ছোট বড় ১৫৪টি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ইনোভেটিভ টাইপ প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। এরমধ্যে গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ১৩৬টি এবং শহরাঞ্চলে ১৮টি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের শহর এলাকায় একটি ও গ্রামীণ এলাকায় ৭১টি সারফেস ওয়াটারকে ভিত্তি করে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ইনোভেটিভ টাইপ প্ল্যান্ট তৈরির কাজ পরিকল্পনা অনুসারে হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সাব্রুম নগর এলাকায় ১টি, দশদা ব্লক এলাকায় ৬টি, জম্পুইহিল ব্লক এলাকায় ২টি, লালজুরি ব্লক এলাকায় ১টি, কদমতলা ব্লক এলাকায় ৩টি, কলাছড়া ব্লক এলাকায় ১টি, পেঁচারথল ব্লক এলাকায় ২টি, কুমারঘাট ব্লক এলাকায় ৩টি, আমবাসা ব্লক এলাকায় ১টি, ছামনুতে ২৬টি, ডম্বুরনগরে ২টি, গঙ্গানগরে ১টি, মনুতে ৮টি, দুর্গাচৌমুহনিতে ২টি, মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকায় ৩টি, সাতচাঁদে ১টি, পোয়াংবাড়িতে ১টি, জম্পুইজলা ব্লক এলাকায় ১টি, কাকড়াবনে ১টি, মাতাবাড়িতে ১টি, কিল্লাতে ১টি, অমরপুরে ২টি এবং করবুক ব্লক এলাকায় ২টি তৈরি করা হবে। এছাড়াও আরও ২৭টি বিভিন্ন ব্লক এলাকায় সারফেস ওয়াটারকে ভিত্তি করে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ইনোভেটিভটাইপ প্ল্যান্ট তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এরমধ্যে দশদায় ৩টি, লালজুরিতে ২টি, ছামনুতে ১৩টি এবং মনু ব্লক এলাকায় ৯টি তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মেলার মাঠে শহীদ দিবস পালন, ভগৎ সিং-সহ তিন বিপ্লবীকে শ্রদ্ধা ডিওয়াইএফআই-এর

আগরতলা, ২৩ মার্চ : শহীদ দিবস উপলক্ষে আগরতলার মেলার মাঠে তিন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং, সুখদেব থাপার ও শিবরাম রাজগুরু-এর স্মরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ডিওয়াইএফআই।

২৩ মার্চ ১৯৩১ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক ও গৌরবময় দিন। এই দিনেই ব্রিটিশ সরকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে তিন বিপ্লবীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়।

ইতিহাস অনুযায়ী, ১৯২৮ সালে লালা লাজপত রায়-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তারা ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার জে.পি. সন্ডার্সকে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে নিজেদের মতাদর্শ ও বক্তব্য তুলে ধরতে তাঁরা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। যদিও ২৪ মার্চ ফাঁসির দিন নির্ধারিত ছিল, জনরোষের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার একদিন আগেই, অর্থাৎ ২৩ মার্চ ফাঁসি কার্যকর করে।

এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে ডিওয়াইএফআই মেলার মাঠ এলাকায় পুষ্পার্ঘ অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করে। অনুষ্ঠানে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে এই মহান বিপ্লবীদের আদর্শ ও সংগ্রামের পথ অনুসরণের আহ্বান জানান এবং নতুন প্রজন্মকে সেই চেতনা ধারণ করার উপর জোর দেন।

ওয়ার্ল অপটোমেট্রি ডে উপলক্ষে ত্রিপুরায় র‍্যালি, রক্তদান ও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

আগরতলা, ২৩ মার্চ : ওয়ার্ল অপটোমেট্রি ডে উপলক্ষে অল ত্রিপুরা অপটোমেট্রি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি উদযাপন করতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগরতলার আইজিএম হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা চোখের যত্ন ও নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। এছাড়াও, দিনটিকে ঘিরে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ বিনা খরচে চোখের পরীক্ষা করাতে পারছেন।

স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগে অসঙ্গতির অভিযোগ, বিধানসভায় উঠল বঞ্চনার অভিযোগ

আগরতলা, ২৩ মার্চ : ত্রিপুরায় বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের নিয়োগে অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে এবং বিষয়টি বিধানসভায় আলোচিত হয়েছে।

সূত্রের খবর, ২০২৩ সালে রাজ্যের ১০০টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের জন্য মোট ২০০টি স্পেশাল এডুকেটরের পদ সৃষ্টি করা হয়। সেই সময় ৮৮ জন পরীক্ষার্থী টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাঁদের সকলকেই নিয়োগ দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আরও ১১২টি স্পেশাল এডুকেটরের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদগুলির মধ্যে সাধারণের জন্য ২৮টি, তপশিলি জাতি (এসসি)-এর জন্য ৩০টি এবং তপশিলি উপজাতি (এসটি)-এর জন্য ৫৪টি পদ নির্ধারিত ছিল। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মোট ১৫৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সমস্ত ধাপ শেষে প্রায় ৭০ থেকে ৭২ জন পরীক্ষার্থী টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাঁদের নথি যাচাইকরণও সম্পন্ন হয়। তবে অভিযোগ, শেষ পর্যন্ত মাত্র ৫৭ জনের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একই পদে ২০২৩ সালে সকল উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হলেও ২০২৫ সালের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এরই মধ্যে রাজ্যে আরও ২৫টি নতুন বিদ্যাজ্যোতি স্কুল চালু হয়েছে। পূর্বে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি স্কুলে দুজন করে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ করা হবে। ফলে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে।

খোয়াই জেলায় বন্দেমাতরম গীত-এর সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠান আয়োজিত

আগরতলা, ২৩ মার্চ: খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের অডিটোরিয়ামে বন্দেমাতরম রাষ্ট্র গীতের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এক বিশেষ পর্যায়ের দশরথদেব মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ড. নির্মল ভদ্র। এর পর স্বাধীনতার বীর সেনানী রাজগুরু, শুকদেব ও ভগৎসিং এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অতিথিগণ।

এঞ্জেল চাকমার প্রয়াণে বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ ।। উত্তরাখন্ডের দেরাদুনে ত্রিপুরার ছাত্র এঞ্জেল চাকমার অকাল মৃত্যুর ঘটনায় আজ রাজ্য বিধানসভায় গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

এঞ্জেল চাকমার স্মৃতিচারণ করে অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বলেন, এঞ্জেল চাকমা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দেরাদুন গিয়েছিলেন এবং সেখানে এম.বি.এ. কোর্সে অধ্যয়নরত ছিলেন। তার অকাল ও মর্মান্তিক মৃত্যু কেবল তার পরিবারের জন্যই নয় সমগ্র রাজ্যের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এই নৃশংস ও নিন্দনীয় ঘটনার প্রতি রাজ্য বিধানসভা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং দোষীদের দ্রুত সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোরালো দাবি জানাচ্ছে।

এঞ্জেল চাকমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার আত্মার চিরশান্তি কামনায় বিধানসভার সদস্য সদস্যারা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন।

চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে অপহরণকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন সোনামুড়ার যুবক, এলাকায় চাঞ্চল্য

সোনামুড়া, ২৩ মার্চ : আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনামুড়ায় এক যুবককে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ওই যুবক নিজেকে অপহরণকারীদের কবল থেকে রক্ষা করেন বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগী যুবকের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেখান থেকে বাজারে গেলে কয়েকজন ব্যক্তি তাকে আটকায় এবং তার মোটরবাইকের চাবি ও স্ত্রীর এটিএম কার্ড ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাকে মারধর করে এটিএম কার্ডের পিন নম্বর জানাতে বাধ্য করা হয়। অভিযোগ, ওই পিন নম্বর ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেয়। এরপর আরও টাকা আদায়ের জন্য তার স্ত্রীকে ফোন করতে চাপ সৃষ্টি করে। সুযোগ বুঝে যুবকটি একটি গাড়িতে উঠে পালানোর চেষ্টা করলে অপহরণকারীরা অন্য একটি গাড়ি নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তিনি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং গুরুতরভাবে আহত হন।

বন্দে মাতরম গানটি আধ্যাত্মিক, আবেগীয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অনন্য নিদর্শন রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৩ মার্চ: বন্দে মাতরম" গানটি আধ্যাত্মিক, আবেগীয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অনন্য নিদর্শন। দেশে অগণিত ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, "বন্দে মাতরম" গানটি দেশবাসীকে একসূত্রে গেঁথেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গানটি ছিল এক জোরালো রণধ্বনি যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জুগিয়েছিল অদম্য শক্তি এবং সঞ্চার করেছিল এক প্রবল উদ্দীপনা। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে রাষ্ট্র গীত "বন্দে মাতরম"-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, আজ আমরা কেবল একটি গানের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন করছি না, আমরা উদযাপন করছি একটি আদর্শ, একটি আন্দোলন এবং এমন এক অনুভূতি, যা আমাদের সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গেঁথেছিল। "বন্দে মাতরম"-এর কাহিনী ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই গানটি সর্বপ্রথম তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস "আনন্দমঠ"-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন ভারতবাসী ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি যে, এই সৃষ্টিটি একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের রণধ্বনিতে পরিণত হবে।রাজ্যপাল বলেন, হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল করতে, ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই গানটি হয়ে উঠেছিল প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত এক মন্ত্র। আমরা এই গানের সৃষ্টির ১৫০ বছরের মাইলফলক উদযাপন করছি এবং এই গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পেরে গর্ববোধ করছি। বন্দে মাতরম গানের ১৫০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এবছর আগরতলা বইমেলার মূল থিম রাখা হয়েছিল "বন্দে মাতরম"।

রাজ্যপাল বলেন, "বন্দে মাতরম"-এর এই অভিযাত্রা এক গৌরবোজ্জ্বল উপাখ্যান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় এটি হয়ে উঠেছিল এক ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মূল রণধ্বনি। এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্যটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বছরব্যাপী এই উদযাপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেছিলেন। রাজ্যেও এই কর্মসূচির প্রথম দুটি পর্যায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আয়োজন করা হয়েছে। আজ এই কর্মসূচির বিশেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়েছে, যা আগামী ৩০ মার্চ ২০২৬, পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী লেখনী "আনন্দমঠ" উপন্যাসে "বন্দে মাতরম গানটি ধ্বনিত হয়েছিল যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিনশ্বর সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। যা সমগ্র দেশবাসীকে ভারত মাতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করে দিয়েছিল মুক্তির উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা।

"বন্দে মাতরম" এর ১৫০ বছরের গৌরবময় অধ্যায়কে সম্মরণীয় করে রাখতে ভারত সরকার চারটি পর্যায়ে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তা উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৭ থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯ থেকে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ (প্রজাতন্ত্র দিবস সংলগ্ন সময়ে), তৃতীয় পর্যায়ে ৭ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৬ ("হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচির সাথে) এবং চতুর্থ পর্যায়ে ১ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ এই কর্মসূচি উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি উদযাপিত হয়েছে। "বন্দে মাতরম"-এর ১৫০ বছর উদযাপনের বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিরই এক অন্যতম অঙ্গ হল আজকের এই অনুষ্ঠান। যা ২৩ থেকে ৩০ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত একটি বিশেষ পর্যায় হিসেবে উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধান সচিব চৈতন্যমূর্তি, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যপাল সহ অন্যান্য অতিথিগণ ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানমঞ্চে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের ৪ জন সদস্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধনাস্বরূপ রাজ্যপাল তাদের হাতে পুষ্পস্তবক ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি তুলে দেন।

অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল নজরুল কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে আয়োজিত বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর প্রতিকৃতিতেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

উদয়পুরে অটোচালকের রহস্যমৃত্যু: অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে খিলপাড়ায় পথ অবরোধ

উদয়পুর, ২৩ মার্চ: উদয়পুরের খিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা অটোচালক সুখেন লোধ (ওরফে কালু)-র রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার খিলপাড়ায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা যায়, গত ১৫ মার্চ কিল্লা থানাধীন রাইয়া মলসুম এলাকায় সুখেন লোধকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়দের উদ্যোগে তাকে উদ্ধার করে কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য দানা বাঁধে এবং এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়।

মৃতের পরিবার ও স্থানীয়দের পক্ষ থেকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। এই প্রেক্ষিতে গত ১৯ মার্চ খিলপাড়া এলাকার বাসিন্দা, স্থানীয় ক্লাবের সদস্য এবং মৃতের পরিবারের লোকজন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের দাবি জানান।

এদিকে, তদন্তে নেমে পুলিশ রবিবার রাতে চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সোমবার সকাল প্রায় ৯টা ৩০ মিনিট থেকে খিলপাড়া এলাকায় রাস্তা অবরোধে বসেন স্থানীয় বাসিন্দারা, মৃতের পরিবারের সদস্য এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ। প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে, ফলে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas